NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ 'ক্রিকেটবিশ্বকে দেখাতে তৈরি' শামি

প্রশ্নের মুখে পড়বেন রোহিত? ভবিষ্যৎ কি আগরকরের হাতে? ৭

কলকাতা ৮ জানুয়ারি ২০২৫ ২৩ পৌষ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২০৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.01.2025, Vol.18, Issue No. 208, 8 Pages, Price 3.00

বিধ্বংসী ভূমিকম্পে তছনছ তিব্বত

৭.১ মাত্রার কম্পনে মৃত কমপক্ষে ৯৫ , ক্ষতিগ্রস্ত ৮ লক্ষ, ৪০ বার আফটারশক

লাসা, ৭ জানুয়ারি: ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিধ্বংসী অবস্থা তিব্বতের। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত ৯৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ১৩০ জনকে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাজারেরও বেশি ঘরবাড়ি। ভূমিকম্পের ধাক্কা কাটিয়ে শুরু হয়েছে উদ্ধারের চেষ্টা। মৃত এবং আহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে ৭.১ তীব্রতার জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তিব্বত। যার প্রভাব পড়ে নেপাল, ভুটান এবং ভারতেও। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, শিগাতসের এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অন্তত আট লক্ষ মানুষ। ভূমিকম্পের উৎসস্থল তিব্বতের তিংরি প্রদেশে। এই অঞ্চলটিকে এভারেস্টের উত্তরের প্রবেশদ্বার হিসাবে দেখা হয়।

প্রথম জোরালো ভূমিকম্পের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না-উঠতে পর পর কম্পন হতে থাকে ওই অঞ্চলে। সংবাদমাধ্যম 'দ্য গার্ডিয়ান' জানিয়েছে, প্রথম ভূমিকম্পের পর ৪০টিরও বেশি কম্পন হয়েছে সেখানে। তার মধ্যে ১৬টি কম্পনের মাত্রা ছিল ৩-এর বেশি। একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে রয়টার্স জানিয়েছে, ওই ভিডিয়োটি তিব্বতের লাৎসে শহরের কাছে। ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, রাস্তার ধারে দোকান ভেঙে পড়েছে। ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তার উপর। সংবাদমাধ্যম 'দ্য গার্ডিয়ান'-এর এক প্রতিবেদন অনুসারে, ভূমিকম্পের উৎসস্থলের কাছাকাছি অঞ্চলে প্রচুর ভবন ভেঙে পড়েছে।

সাধারণত এই ধরনের জোরালো মাত্রার কোনও ভূমিকম্পের জেরে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। চিনের সরকারি সংবাদ সংস্থা জিনহুয়া জানিয়েছে, সরকারি আধিকারিকেরা ভূমিকম্পের জেরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ জানার চেষ্টা করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত শহরগুলির মৃত এবং আহতের সংখ্যা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন।

তিব্বতে ভূমিকম্পের উৎসস্থল থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু। সেখানেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন কাঠমান্ডুর বাসিন্দারা। প্রভাব পড়েছে এভারেস্টের পাদদেশে অবস্থিত নেপালের সোলুখুম্বু জেলাতেও। সেখানকার মুখ্য জেলা আধিকারিক অনোজ রাজ ঘিমিরে রয়টার্সকে জানিয়েছেন, সোলুখুম্বুতে জোরালো কম্পন অনুভূত হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কারও মৃত্যু বা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। নেপালের স্থানীয় পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানার চেষ্টা করছে। ভুটানের রাজধানী থিম্পু এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, বিশেষ করে বিহার, উত্তরবঙ্গ, সিকিমের মতো জায়গাগুলিতে কম্পন অনুভূত হয়েছে।

এর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বরেও ৬.৪ মাত্রার জোরালো ভূমিকম্প হয় নেপালে। সেই বারের ভূমিকম্পে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয় হিমালয়ের কোলে থাকা এই পাহাড়ি দেশে। ২০০৮ সালে দক্ষিণ পশ্চিম চিনের সিচুয়ান প্রদেশে এক ভূমিকম্পে প্রায় ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ২০১৫ সালে নেপালের কাঠমান্ডুর কাছেও ৭.৮ মাত্রার এক জোরালো ভূমিকম্প হয়। তাতে প্রায় ৯ হাজার মানুষ প্রাণ হারান। আহত হন কয়েক হাজার মানুষ। ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে সেটিই নেপালের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। নেপাল, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম চিনে মাঝেমধ্যেই ভূমিকম্পের খবর পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের একাংশের মতে, ভারতীয় পাতের সঙ্গে ইউরেশীয় পাতের সংঘর্ষের প্রবণতার কারণে এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের আশঙ্কা বেশি থাকে।

কম্পন অনুভূত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সকালে আচমকা কম্পনে ঘুম ভাঙে শহরবাসীর। কেঁপে ওঠে কলকাতা ও আশপাশের এলাকা। শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও অনুভূত হয়েছে প্রবল কম্পন। আতঙ্কে রাস্তায় নেমে পড়েন সাধারণ মানুষ। প্রায় ১ মিনিট ধরে অনুভূত হয় কম্পন। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয়, পড়শি রাজ্য বিহারেও ব্যাপক কম্পন অনুভূত হয়েছে। কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ দক্ষিণবঙ্গে জেলাগুলিতে কম্পন অনুভূত হয়েছে। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, দুই দিনাজপুরের মানুষ এদিন কম্পন অনুভব করতে পারেন।

আজ শুরু গঙ্গাসাগর মেলা

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের বঞ্চনার অভিযোগ

কড়া নজরদারির নির্দেশের পাশাপাশি দায়িত্ব ভাগ করে ফিরলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ থেকেই শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তো বটেই, দেশেরও নানা জায়গা থেকে পুণ্যার্থীরা ভিড় করেন এই মেলায়। গঙ্গাসাগর মেলায় যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে দিকে নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুণ্যার্থীরা অনেকেই বাবুঘাট, আট নম্বর লট, কচুবেড়িয়া হয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছন। মঙ্গলবার মমতা মূলত এই চার নদীঘাটের দায়িত্ব ভাগ করে দেন রাজ্যের মন্ত্রী এবং বিধায়কদের মধ্যে। কে কোন ঘাটে দায়িত্বে থাকবেন, তার তালিকাও দিলেন তিনি। একই সঙ্গে কুম্ভমেলার প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রকে নিশানা করেন মমতা। মেলার সময় যাতে 'ও পার' থেকে কোনও সমস্যার সৃষ্টি না হয়, সে দিকে নজর রাখার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তার জন্য জল, স্থল এবং আকাশবাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনকে যোগাযোগ করতে বলেন তিনি।

মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার গঙ্গাসাগর গিয়েছেন মমতা। কপিলমুণির আশ্রম, ভারত সেবাশ্রমেও যান তিনি। মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরে আসার আগে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সুন্দরবন পুলিশের পাশাপাশি কলকাতা পুলিশও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে। তাঁর কথায়, 'গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে যেন কোনও নেগেটিভ ন্যারেটিভ তৈরি না হয়, তা দেখতে হবে সকলকে। কোনও সমস্যা হলে প্রশাসনকে জানান। সমাধান হবে। কিন্তু বদনাম করবেন না।'

গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে মুড়িগঙ্গা নদীর সংস্কার করা হয়েছে। জলপথে যাতে পুণ্যার্থীদের মেলায় আসতে অসুবিধা না হয়, তা মাথায় রেখে সব রকম পদক্ষেপ করা হয়েছে বলেও জানান মমতা। মেলার সময় পর্যাপ্ত চিকিৎসক, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স, ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মীর বন্দোবস্ত থাকবে। বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, ইংরেজি, তামিল, তেলুগু, মরাঠি ভাষায় ঘোষণার ব্যবস্থাও থাকবে মেলাপ্রাঙ্গণে। তবে এ বার মেলায় প্লাস্টিক ব্যবহারে কড়া নজরদারি চালানো হবে বলে জানান মমতা। পুণ্যার্থীদের জন্য প্লাস্টিক ব্যাগের বদলে পরিবেশবান্ধব ব্যাগের ব্যবস্থা করবে প্রশাসন।

চার নদীঘাটের দায়িত্ব কাকে কাকে দেওয়া হয়েছে, তা জানান মমতা। বাবুঘাটের দায়িত্বে থাকবেন দেবাশিস কুমার, অতীন ঘোষ। কচুবেড়িয়াতে থাকবেন সুজিত বসু, মানস ভুঁইয়া, মণীশ গুপ্ত, গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। এ ছাড়াও, লট এইট নদীঘাটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফিরহাদ হাকিম, দিলীপ মণ্ডল, মন্টুরাম পাখিরা, নীলিমা মিস্ত্রি, যোগরঞ্জন হালদার, বাপি হালদারকে। আর মেলাপ্রাঙ্গণের ঘাটের দায়িত্বে রাখা হয়েছে অরূপ বিশ্বাস, পুলক রায়, বঙ্কিম হাজরা, স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং শুভাশিস চক্রবর্তীকে। শুধু মন্ত্রী, বিধায়কেরাই নন, ১০-১২ জন সচিবও দায়িত্বে থাকবেন।

গঙ্গাসাগরে পরিবহণের সুব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি, বেসরকারি মিলিয়ে দু'হাজারের বেশি বাস থাকবে রাস্তায়। জলপথে ১০০টি লঞ্চ, ৩২টি ভেসেল, ৯টি বার্জ থাকবে। ১২টি জেটি তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। মুড়িগঙ্গায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ থাকবে বলেও জানান মমতা। গঙ্গাসাগর মেলার সময় যাতে কেউ কোনওভাবে

এরপর দুয়ের পাতায়

'সামান্য জ্বর হলেই ভয় দেখিয়ে দিচ্ছে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি) নিয়ে আপাতত চিন্তার কোনও কারণ নেই। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে কলকাতায় ফিরে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে 'প্রাইভেট চক্র' নিয়ে সকলকে সতর্ক করলেন তিনি। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালের 'আকাশছোঁয়া বিল করার' প্রবণতাকে নিশানা করেছেন।

গঙ্গাসাগর থেকে হেলিকপ্টারে হাওড়ার ডুমুরজলাতে নেমে মুখ্যমন্ত্রী নতুন 'চিনা ভাইরাস' নিয়ে রাজ্যের মানুষকে নিশ্চিন্তে থাকতে বলেন। তাঁর কথায়, 'ভাইরাস নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। যদি কোনও চিন্তার কারণ হয়, তবে তা আমরাই জানিয়ে দেব।' ইতিমধ্যেই এই ভাইরাস এবং তার সংক্রমণ নিয়ে প্রশাসন পদক্ষেপ করেছে, তা-ও জানান মমতা। এর পাশাপাশিই সকলকে 'প্রাইভেট চক্র' নিয়ে সচেতন করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'কিছু প্রাইভেট চক্র আছে, যারা টাকা কামানোর জন্য একটু জ্বর হলেই ভয় দেখিয়ে দিচ্ছে।' সেই ফাঁদে না পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মালদহ সীমান্তে কাঁটাতার বসাতে বাধা বাংলাদেশের

আপাতত পরিস্থিতি শান্ত, কাজ শুরু বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানো ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয় মঙ্গলবার। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কাঁটাতার বসাতে গেলে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বাধা দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে ঘিরে সীমান্তবর্তী এলাকায় উত্তেজনার তৈরি হয়। সীমান্তের দু'ধারে জড়ো হন দু'দেশের দুই গ্রামের বাসিন্দারা। তবে আপাতত বিজিবির আপত্তি উড়িয়েই সীমান্তের এ পারে কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে বলেই বিএসএফ সূত্রে খবর। এই প্রসঙ্গে মালদহের জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া বলেন, 'কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে। সমস্যা হয়েছিল। তা সমাধান করা হয়েছে।'

সোমবার মালদহের কালিয়াচক-৩ ব্লকের অন্তর্গত বাখরাবাদ পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু করে কেন্দ্রের পূর্ত সড়ক বিভাগ এবং বিএসএফ। এলাকাটি বৈষ্ণবনগর থানার আওতাধীন। অভিযোগ, কাজ শুরু হওয়ার পরেই বিজিবি আধিকারিকেরা দাবি করেন, এলাকাটি বাংলাদেশের মধ্যে পড়ে। তাই বিএসএফ সেখানে বেড়া বসাতে পারে না।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরেই সীমান্তবর্তী ওই অংশটি অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। সীমান্তের এ পারে বৈষ্ণবনগর থানার সুকদেবপুর এলাকা। ও পারে বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার শিবগঞ্জ থানার এলাকা। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাবিহীন উন্মুক্ত স্থানে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং গত কয়েক মাসে একাধিক অনুপ্রবেশের ঘটনার প্রেক্ষিতে বিএসএফের এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে বিএসএফ এবং বিজিবি আধিকারিকদের মধ্যে কয়েক দফায় আলোচনা হয়। বিজিবিকে বোঝানো হয়, এলাকাটি ভারতের আওতাধীন। তাই সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে কাঁটাতার বসানো প্রয়োজন। তার পর শুরু হয় বেড়া বসানোর কাজ। প্রশাসন সূত্রে খবর, আপাতত সেখানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

সাংবাদিকের দেহ উদ্ধার উন্নাওয়ে

রায়পুর, ৭ জানুয়ারি: ছত্তিশগড়ের সাংবাদিক মুকেশ চন্দ্রকরের খুনের ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই আরও এক সাংবাদিকের দেহ উদ্ধার হল। এ বার ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশ। ওই রাজ্যের উন্নাওয়ে সাংবাদিকের বাড়ির সামনে থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ খুন করা হয়েছে সাংবাদিককে। পুলিশ জানিয়েছে, সাংবাদিকের নাম শুভম শুক্ল (২৪)। ছত্তিশগড়ের মুকেশের মতো শুভমও একটি ইউটিউব চ্যানেল চালাতেন। পরিবারের অভিযোগ, এক বিজেপি নেতার সঙ্গীদের সঙ্গে ঝামেলার পর তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। তার পরই দেহ উদ্ধার হয় শুভমের। বাড়ির কাছে টোটো চার্জিং পয়েন্টে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়েরা।

তিন শুনানি পিছল

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টে এ বার পিছিয়ে গেল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) মামলার শুনানিও। আগামী মার্চ মাসে শুনানি হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। এর আগে মঙ্গলবার ডিএ মামলার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হওয়ার কথা ছিল এসএসসির ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলা এবং ওবিসি শংসাপত্র মামলা। ওই দু'টি মামলার শুনানিই পিছিয়ে যাওয়ার পরে ডিএ মামলার শুনানিও পিছিয়ে গেল।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল কমিশন

৫ ফেব্রুয়ারি এক দফাতে নির্বাচন, ফল ঘোষণা ৮ ফেব্রুয়ারি

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি: দিল্লির বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিল নির্বাচন। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি এক দফাতেই নির্বাচন হতে চলেছে দিল্লির ৭০টি বিধানসভা কেন্দ্রে। ফল ঘোষণা হবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় মঙ্গলবার থেকেই আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে গেল দিল্লিতে। ফলে ভোটপ্রক্রিয়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কোনও সরকারি ঘোষণা করা যাবে না সেখানে।

মঙ্গলবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, আগামী ১০ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে ভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৭ জানুয়ারি। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২০ জানুয়ারি। দিল্লিতে সাধারণত এক দফাতেই বিধানসভা নির্বাচন হয়ে থাকে। পাঁচ বছর আগে, ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও এক দফায় নির্বাচন হয়েছিল।

নতুন ভোটার তালিকা অনুযায়ী দিল্লিতে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৫৮। এত সংখ্যক ভোটারের জন্য মোট ১৩ হাজার ৩৩টি বুথ থাকবে বলে জানিয়েছে কমিশন। দিল্লির বিধানসভা ভোটে লড়াই এ বার মূলত ত্রিমুখী। টানা তৃতীয় বারের জন্য জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে ভোট ময়দানে নামা দিল্লির শাসকদল আম আদমি পার্টি (আপ)-র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি এবং কংগ্রেসের। গত বিধানসভা ভোটে ৬২টি আসনে জয়ী হয়েছিল আপ। মাত্র ৮টি আসনে জয়ী হয় বিজেপি। কংগ্রেস খাতা খুলতে পারেনি। তবে ১৯৯৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত একটানা দিল্লির বিধানসভা ভোটে জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস। তার পর থেকে জয়ী হয়ে আসছে আপ। এ বার ফের দিল্লি দখলে মরিয়া কংগ্রেস। লোকসভা ভোটে দিল্লিতে জোট করে লড়লেও বিধানসভা ভোটে আপের সঙ্গে জোট হয়নি তাদের। বরং বিজেপি এবং আপকে একাসনে বসিয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে হাত শিবির।

অন্যদিকে, কেজরিওয়ালের বাসভবনে 'বিপুল পরিমাণ' খরচ-সহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে প্রচারের সুর বেঁধে ফেলেছে বিজেপিও।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

আমি যার দিকে তাকাই ধ্বংস হয়ে যায়: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আমি যার দিকে তাকাই ধ্বংস হয়। শাহজাহান ধ্বংস হয়েছে। কেষ্ট দু'বছর জেল খেটেছে। এবার এই চোরটার কী অবস্থা করব আপনারা দেখে নেবেন।' নাম না নিয়েও নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে শেখ সুফিয়ানকে এ ভাষাতেই আক্রমণ করতে দেখা গেল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। প্রসঙ্গত, এদিন ৭ জানুয়ারি ২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম ভূমিরক্ষা আন্দোলনের শহিদের উদ্দেশ্যে শহিদ স্মরণ দিবসের আয়োজন করা হয়েছিল নন্দীগ্রামে। সেখানেই গিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিকে মঙ্গলবার শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সাত সকালে তিক্ত হয়ে ওঠে নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক আবহাওয়া। নন্দীগ্রামের ভাঙাবেড়ায় ৭ জানুয়ারি সিপিআইএমের দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহতদের স্মরণ করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বেলাগাম ভাষায় আক্রমণ করতেও দেখা যায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ানকে। পালটা শুভেন্দুর হুমকি দিয়ে এও বলেন, 'একটা চোর জাহাজ বাড়ি করেছে। অসংখ্য বউ। দেবব্রত মাইতির খুনের মামলায় শর্তাধীন জামিনে আছে। এবার এই চোরটার কী অবস্থা করব আপনারা দেখে নেবেন।'

এদিকে মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের আগে নন্দীগ্রামের ভাঙাবেড়ায় শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামে সাম্প্রদায়িক বিভাজন করার অভিযোগ তোলেন তৃণমূল নেতারা। শুভেন্দুকে আক্রমণ করতে গিয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যান তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান। তিনি বলেন, 'যদি ভরত মণ্ডল আজ বেঁচে থাকত, তোদের মুখে লাথি মারত। এই নির্লজ্জ বেহায়া শুভেন্দু অধিকারীর মুখে লাথ মারত। কারণ, যারা খুনি, তারা আসবে সেই শহিদ বেদিতে মালা দিতে এটা হয় না। শহিদদের নিয়ে নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াই করছে।'

তৃণমূলের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর বিজেপির শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন স্থানীয় বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। এরপর সেই মঞ্চ থেকেই শেখ সুফিয়ানকে পালটা আক্রমণ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। যদিও শুভেন্দুর আক্রমণের পর ছেড়ে কথা বলেননি সুফিয়ানও। পাল্টা শুভেন্দুকে 'বহুরূপী' বলে কটাক্ষ করেন তমলুক জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের বঞ্চনার অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারেন, সে দিকে নজর রাখার কথা বলেছেন তিনি। তা বলতে গিয়েই নাম না করে টেনেছেন বাংলাদেশের প্রসঙ্গ। ও পার বাংলার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির আঁচ যেন গঙ্গাসাগরে এসে না পৌঁছয়, তা দেখার দায়িত্ব যেমন প্রশাসনের, তেমনই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীরও, মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'দেখে নিতে হবে কেউ যেন কোনও রকম ক্ষতি করতে না পারে। আমি কোস্ট গার্ড, নেভিকে বলেছি, যাতে ও দিক থেকে এ দিকেও কোনও অসুবিধা না হয়। জলও খেয়াল রাখতে হবে। জল, স্থল, আকাশ সবটাই খেয়াল রাখতে হবে।'

গঙ্গাসাগর নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আবার বঞ্চনার অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কেন্দ্র কুম্ভমেলাকে জাতীয় মেলা হিসাবে ঘোষণা করেছে। কুম্ভমেলার সব খরচ কেন্দ্রের। গঙ্গাসাগরও জাতীয় মেলার স্বীকৃতি পাবে এক দিন, আশা করছি। এ ব্যাপারে কেন্দ্রকে বার বার চিঠি দিয়েছি। কিন্তু বাংলা সব সময়ই বঞ্চিত।' কপিলমুণির আশ্রমের সামনের জায়গা পাকা করার দায়িত্ব নিজেদের নেওয়ার অনুরোধ করেন মমতা। তিনি বলেন, 'অনেকেই কপিলমুণির আশ্রমে প্রচুর অর্থ দান করেন। এ বছর অন্তত সেই অর্থ থেকে কিছুটা দিয়ে আশ্রমের সামনের অংশ তৈরি করুক।' মঙ্গলবার একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাগর ব্লকে ১৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, রাস্তা, মণি, দ্বারকা, পিয়ালি, সুন্দরী নদীর উপর ৩টি সেতু তৈরি করা হবে বলেও জানান তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫১৮ নং এফিডেভিট বলে Indra Dev Singh Yadav S/o. Jang Bahadur Singh Yadav ও Indradeo Singh Yadav S/o. J. Singh Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamal Bhakta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ramesh Bhakta, Ramesh Chandra Bhakta ও Sh R. C. Bhakta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Srikrishna Kundu S/o. Nityagopal Kundu ও Krishna Kundu S/o. N. G. Kundu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮ নং এফিডেভিট বলে Manojit Das S/o. Nishikanta Das ও Monojit Das S/o. N. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৯ নং এফিডেভিট বলে Subir Das S/o. Jiban Das ও Subir Kr Das S/o. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

I, Sekh Akkas Ali & Sk Akkas Ali S/o. Sekh Liyakat Ali and my son Sohel Akkas Shaikh & Sk Sohel Ali S/o. Sekh Akkas Ali @ Sk Akkas Ali R/o. Joyrambati, Kankrakhuli, Dhaniakhali, Hooghly-712302, all are the same & one identical person vide an affidavit no. 8546 sworn before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court on 23/12/2024.

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Tapas Bhakta S/o. Madan Mohan Bhakta ও Tapas Kr. Bhakta S/o. M. Bhakta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Dipanjalli Aich W/o. Monojit Aich ও Dipanjalli Das D/o. Somnath Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Ganesh Chandra Samanta S/o. Satya Samanta ও Ganesh Samanta S/o. Satya Narayan Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Debabrata Sur ও Debabrato Sur S/o. Alok Sur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৪ নং এফিডেভিট বলে Tarun Kumar Dey S/o. Haradhan Dey ও Tarun Dey S/o. H. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

LICI পলিসি নং ৪২৬৩৬৪৭৭১ এতে আমার স্বামীর নাম Pamjab Sk, পিতা- Lt. Tayeb Sk, এবং নমিনী স্থানে আমার নাম Saahera Bibi আছে। গত ইং ১৩/০৯/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Sahera Bibi, স্বামী Late Panjar Mondal শশুর Late Toimuddin Mondal নামে পরিচিত হইল।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল মুর্শিদা খাতুন পিতা মোস্তফা আলি 11487/24 দলিল বরাবর Power of Attorney মইনুল বিশ্বাস পিতা জলিল নং 19298/2023 J.L No 81, খঃ নং 20687, দাগ নং 1627, পরিমান .353 Power of Attorney বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত নম্বারে যোগাযোগ করুন

Subhojit Pal, Advocate. Judge Court Berhampore, M-9732537644

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল মিলন পাল, পিতা প্রশান্ত পাল 8312/24, Power of Attorney ১) অভিজিৎ বিশ্বাস, পিতা মোহিত বিশ্বাস ২) দিপঙ্কর দত্ত, পিতা দিলীপ কুমার দত্ত, ৩) বিপুলা কর্মকার, স্বামী শম্ভুনাথ কর্মকার Power of Attorney No 15719/22, 150/22, J.L. No 97, খঃ নং 7395, 10225, দাগ নং 3111 Power of Attorney বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে 15 দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত নম্বরে যোগাযোগ করুন।

Subhojit Pal, Advocate. Judge Court Berhampore, M-9732537644

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল সম্পা কোনাই, স্বামী মনোরঞ্জন কোনাই 14736/2023 A.D.S.R অফিস দলিল বরাবর Power of Attorney ১) অভিজিৎ বিশ্বাস পিতা মোহিত বিশ্বাস ২) দিপঙ্কর দত্ত পিতা দিলীপ কুমার দত্ত ৩) বিপুলা কর্মকার, স্বামী শম্ভুনাথ কর্মকার Power of Attorney No 15719/22, 150/22 Power of Attorney NO J.L 97, খঃ নং 7395, 10225, দাগ নং 3111, পরিমান .0276। উক্ত বয়ানে কোন আপত্তি থাকিলে 15 দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত নম্বারে যোগাযোগ করুন।

Subhojit Pal, Advocate. Judge Court Berhampore, M-9732537644

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল নাইরা সাদাক, সামিয়া নাজ, পিতা সামিউল্লাহ লস্কর 3718, 3846, 3847/2024 দলিল বরাবর সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। উভয়ের দলিলের Power of Attorney আমজাদ সেখ পিতা আমির সেখ J.L 79, খঃ নং 15177, দাগ নং 442, পরিমান .0103, .0103, .0103 Power of Attorney বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে 15 দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত নম্বারে যোগাযোগ

Subhojit Pal, Advocate. Judge Court Berhampore, M-9732537644

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIET No. 07/2024-25, 08/2024-25,** Last date of submission **20.01.2025 up to 6p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই জানুয়ারি। বুধ বার। ২৩ শে পৌষ, নবমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র যমহাদশা ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

বুনো শুয়োরের অতর্কিতে হানায় তছনছ আলু খেত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার শস্য ভাণ্ডার হিসাবে পরিচিত উদয়নারায়ণপুর ও আমতা দুই নং ব্লক। এই এলাকার কয়েক হাজার চাষি এবার আলু চাষ করেছেন। কিন্তু সূর্য ডুবলেই বুনো শুয়োরের অতর্কিতে হামলার জেরে তছনছ হয়ে যাচ্ছে আলু খেত। আমতা দুই ব্লকের ধাঁইপুর, মৈনান, সেহাগড়ি, জয়পুর, ঝিকিরা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় এবার আলু চাষ হয়েছে। এমনিতেই এবছর ওই এলাকায় বন্যা হওয়ার জন্য আমন ধান ঘরে ওঠেনি।

রামপুর খাল ও দামোদর নদের বিস্তীর্ণ চর এলাকায় আলু ও শীতকালীন শস্য চাষ করেছেন তাঁরা। শীতকালীন শস্যের অনেকটা অংশ বাজারে এসেছে। আর আলু সবেমাত্র বসানো হয়েছে। কিন্তু আলুচাষিদের এখন শিরে সংক্রান্তি অবস্থা। রাত জেগে খেত পাহারা দিতে হচ্ছে। এই ঠান্ডা উপেক্ষা করে অনেকে তাঁবু বেঁধে থাকছেন। কেউ কেউ আলুর খেতে রাত্রে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখছেন। তবু কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না বুনো শুয়োরের হানা। দল বেঁধে এসে মাটি খুঁড়ে আলু তুলে খেয়ে নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই শতাধিক বিঘা জমির আলু নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন হাওড়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রমেশ চন্দ্র পাল। তাঁর নিজের ও আলু খেতে বুনো শুয়োর হানা দিয়ে তছনছ করেছে বলে জানান তিনি।

প্রবীণ আলুচাষি লদীকান্ত মালিক জানান, ইদানিং কালে শুয়োরের আক্রমন বেড়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, শুয়োরের আক্রমণ বেশি হয়েছে ধাঁইপুর, মৈনান এলাকায়। বুনো শুয়োরের সমস্যা মেটানোর জন্য কোনও গাইড লাইন নেই বলে জানিয়েছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। সদুত্তর দিতে পারেনি কৃষি দপ্তরও। ফলে হতাশ কয়েক হাজার আলুচাষি।

চালকবিহীন মেট্রো তৈরি টিটাগড় রেল সিস্টেমের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধির আমলে ভারতের প্রথম মেট্রোরেল চলেছিল এই কলকাতায়। মেট্রো নিয়ে বরাবরের বিপ্লব এই কলকাতাতেই। তবে এবার চালকবিহীন মেট্রো তৈরি করে ফেলল টিটাগড় রেল সিস্টেম। সোমবার নিজেদের তৈরি 'মেক-ইন-ইন্ডিয়া' ট্রেনসেট বেঙ্গালুরু মেট্রো কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিল এই সংস্থা। ভারতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরে মেট্রো পরিষেবা শুরু করতে কোমর বেঁধে কাজ করছে মোদী সরকার। আর মেক ইন ইন্ডিয়ার মন্ত্রে সেজন্য প্রায় সমস্ত প্রযুক্তি ও যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে এদেশেই। এবার দেশে প্রথম চালকবিহীন মেট্রো ট্রেন তৈরি করে নজির গড়লেন টিটাগড় রেল সিস্টেমসের ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা। স্টেনলেস স্টিলের তৈরি এই ট্রেনটি বেঙ্গালুরু মেট্রোর ইয়োলো লাইনে চলবে। আপাতত ১৮ কিলোমিটার রেলপথে যাতায়াত করবে ট্রেনটি।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরও।

এই অনুষ্ঠান থেকেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিকশিত ভারতের স্বপ্নের লক্ষ্যে একটিগুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ স্বয়ংক্রিয় মেট্রো ট্রেনসেট। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই কোচগুলি ভারতের শহরাঞ্চলীয় যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব আনবে বলে দাবি করেন তিনি। এই ট্রেন তৈরির মাধ্যমে টিটাগড় রেল সিস্টেমস বা টিটাগড় ওয়াগানের মুকুটে আরও একটা পালক জুড়ল। আগামী পাঁচ বছরে মেট্রো রেলের যোগাযোগ ও উন্নয়নে আমেরিকাকেও ছাপিয়ে যাবে ভারত। ইতিমধ্যে শুধুমাত্র বেঙ্গালুরুতেই এক হাজার কিলোমিটার মেট্রো যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বিকাশ আনছে ভারতের এই যোগাযোগ ব্যবস্থায়। তার ফলই এই নতুন প্রযুক্তির চালকহীন মেট্রো।'

এই প্রসঙ্গে টিটাগড় রেল সিস্টেমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর উমেশ চৌধুরী বলেন, 'এই ট্রেনটি অত্যন্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা নির্মিত, যা ট্রেনটি চালক ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে সাহায্য করবে।' উল্লেখ্য, রেল কোচ ও ট্রেন প্রযুক্তি নির্মাণ সংস্থা রূপেই পরিচিতি টিটাগড় রেল সিস্টেমের। এর আগেও একাধিক বৈপ্লবিক প্রযুক্তির সঙ্গে ভারতীয় রেলের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে এই সংস্থা। প্রতি বছর অন্তত পক্ষে ৪০০ কোচ তৈরি হয় এই সংস্থার কারখানায়। এছাড়াও, রেলে নানা যন্ত্রাংশ নির্মাণের কাজও করে থাকে তারা।

ডেপুটেশন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: একগুচ্ছ দাবিতে মঙ্গলবার পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন একটি রেলের স্লিপার তৈরির কারখানার আধিকারিকদের কাছে ডেপুটেশন দিলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক, উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা দীপঙ্কর লাহা, পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ পানাগড় জিপিটি কারখানার শ্রমিক সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা।

মঙ্গলবার বিকেলে জেলা সভাপতি কারখানার গেটের সামনে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের দলীয় পতাকা উত্তোলন করার পাশাপাশি শ্রমিকদের নিয়ে একটি সভা করেন। সভা শেষে শ্রমিকদের নিয়ে কারখানার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার পর কারখানার আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন। ডেপুটেশন শেষে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, কারখানায় বহু শ্রমিক অবসর গ্রহণ করেছেন। তারপর থেকে কারখানায় পার্মানেন্ট শ্রমিকের সংখ্যা কম হয়ে গিয়েছে। যার কারণে পার্মানেন্ট শ্রমিকের সংখ্যা কম থাকায় এই বিষয়ে যাতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলা শ্রমিকদের পার্মানেন্ট করা যায় সঠিক নিয়ম মেনে সেই বিষয়ে তাঁরা দাবি জানিয়েছেন।

পাশাপাশি যে সমস্ত বিভাগে এখনও কর্মখালি রয়েছে সেই সমস্ত বিভাগগুলিতে শ্রমিক নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিন। যাতে কাজের সময় হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে যাতে কোনও শ্রমিকের প্রাণহানি না হয়। এছাড়াও শ্রমিকদের সুবিধার্থে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে এদিন আলোচনা হয়। তিনি জানিয়েছেন, কারখানার আধিকারিকরা সাতদিনের সময় চেয়েছেন। সাতদিনের ভেতরে তারা কোন কোন বিষয়গুলি দ্রুত সমাধান করবেন, সেই বিষয়ে তাঁরা জানাবেন বলে তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন।

ব্যারাকপুরে দুটি ট্রাফিক আইল্যান্ডের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঐতিহাসিক শহর ব্যারাকপুর। সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল এই ব্যারাকপুরেই। তাই এই শহরকে ঘিরে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। ইতিহাসের অজানা তথ্য ও স্মৃতি তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। সোমবার উক্ত বোর্ডের তরফে ব্যারাকপুর ধোবিঘাট সংলগ্ন এলাকায় নয়া ফেরি চকের উদ্বোধন করা হয়। ব্যারাকপুর মডার্ন স্কুলের সহযোগিতায় মঙ্গলবার নবরূপে সজ্জিত দুটি ট্রাফিক আইল্যান্ডের উদ্বোধন করেন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিইও জ্যোতি কাপুর। এদিন টাইগার ও মঙ্গল পাণ্ডে চকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মডার্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা। এদিন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিইও জ্যোতি কাপুর বলেন, ব্যারাকপুর একটা ঐতিহাসিক শহর। সেই শহরের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক অজানা তথ্য কিংবা স্মৃতি অনেকের অজানা। পুরানো সেই ঐতিহাসিক কাহিনী নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই তাদের এই উদ্যোগ।

কফিনবন্দি দেহ ফিরল জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: কফিনবন্দি হয়ে মঙ্গলবার লাউদোহার মাধাইগঞ্জ গ্রামে ফিরল শহিদ জওয়ানের মরদেহ।

সোমবার সুদূর ছত্রিশগড়ে মারা যান সিআরপিএফ জওয়ান অজয় কুমার ঘোষ (৫৬)। মঙ্গলবার বিকেল চারটে নাগাদ কফিনবন্দি হয়ে তাঁর মরদেহ আসে দুর্গাপুর ফরিদপুর (লাউদোহা) ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েতের মাধাইগঞ্জ গ্রামে। পরিবারের পাশাপাশি এলাকার বহু মানুষ শহিদ জওয়ানকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। মাধাইগঞ্জ গ্রাম থেকে দেহটি নিয়ে যাওয়া হয় পাশের নতুনডাঙা গ্রামে। সেখানে অজয়বাবুর মামার বাড়ি, ছোটবেলায় তিনি মামার বাড়িতে থাকতেন। নিয়ে যাওয়া হয় জয়দেব শ্মশান ঘাটে।

এদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

জাল মাধ্যমিক মার্কসিটে চাকরির আর্জি, পুলিশের জালে বিজেপি নেতার আত্মীয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: জাল মাধ্যমিক পাশ মার্কসিট দিয়ে চাকরি করতে গিয়ে পুলিশের জালে বিজেপি নেতার আত্মীয়। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ঘাটবাওর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা সরজিত মণ্ডল গ্রামীণ ডাক সেবক পদে চাকরির জন্য অনলাইনে আবেদন করেছিলেন। ডাকবিভাগের পক্ষ থেকে ভেরিফিকেশন করার সময় তাদের নজরে আসে সরজিতের রবীন্দ্র মুক্ত ইউনিভার্সিটি মাধ্যমিক পাশ মার্কশিট জাল। এরপরেই ডাক বিভাগের বারাসত ডিভিশনের সুপারিনটেনডেন্ট সরোজিতের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে সোমবার রাতে সরজিত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ।

সরজিতের গ্রেপ্তার নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস দাবি করেছেন, সরজিত মণ্ডল ঘাট বাউল এলাকার বিজেপির যুবনেতার কর্ণ ধরের আত্মীয়।

নির্ধারণ হল না ২৬ হাজার চাকরিহারার ভবিষ্যৎ, রাজপথ না ছাড়ার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে নির্ধারিত হওয়ার কথা ছিল ২৬ হাজার চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ। সে জট কাটালো না এদিনও। কারণ সুপ্রিম কোর্টে এদিন পিছিয়ে গেল ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলা। এদিকে এই ব্যাপারে সিবিআই-কে এদিনই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। শীর্ষ আদালত সূত্রে খ বর, পরের শুনানি ১৫ জানুয়ারি। তবে এদিন শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, ১৫ জানুয়ারি এই মামলার সব পক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে। এদিকে 'চাকরিহারা যোগ্য' শিক্ষকরা চাকরি ফেরতের দাবিতে ২৪ ঘণ্টার অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিন কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় আরও বাড়ল তাঁদের অপেক্ষা। তবে চাকরিহারারা বার্তা দিলেন, রাজপথ ছাড়ছেন না তাঁরা। এই প্রসঙ্গে চাকরিহারাদের একজন জানান, 'এই আন্দোলন ততদিন চলবে, যতদিন আমরা চাকরি ফেরত পাচ্ছি না। যতদিন না আমরা ন্যায়বিচার পাব, ততদিন আন্দোলন চালাব। তবে সুপ্রিম কোর্টের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

অপর এক চাকরিহারা বলেন, 'অসুবিধা সত্যিই হচ্ছে। আমাদের যখ ন মরণ বাঁচনের ব্যাপার, আমাদের লড়াই চালাতেই হবে।' তবে এরই পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় এঁদের একটা বড় অংশ যে হতাশ তা লোকানো যায়নি।

এই প্রসঙ্গে এক মহিলা আন্দোলনকারী বলেন, 'তারিখ পিছিয়ে যাওয়ায় আমরা প্রচণ্ড হতাশ। কারণ এতে আমাদের অসম্মান দিনগুলো আরও বাড়ল। আরও অনেকদিন আমাদের অসম্মান বহন করে নিয়ে যেতে হবে। এই রাজপথ আমরা এখন ছাড়ছি না।' বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী ফিরদৌস জানান, 'আগের দিন যে বেঞ্চ কম্পোজিশন শুনেছিল, আজকের বেঞ্চ কম্পোজিশন ভিন্ন। আর সে কারণে আমাদের নিশ্চিতভাবে পুরো বিষয়টা নতুন করে শোনাতে হত। তাহলে অপশন ছিল নতুন করে শুরু করা। কিন্তু তা করে এই দুই বিচারপতি আবার যেদিন বসবেন, সেদিনই তারিখ নির্ধারিত করা হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি আবার শুনানি ছিল। আজকে আমাদের বলার দিন ছিল। তাই ভালই হল। কারণ নতুন বিচারপতি এলে, তাঁকে আমাদের আবার প্রথম থেকে পুরো বিষয়টা শোনাতে হত।' উল্লেখ্য, এদিন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চে শুনানি ছিল। প্রসঙ্গত, গত বছর ২২ এপ্রিল এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রায় ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। তাঁরা ২০১৬ সালের নিয়োগের প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করেন। তার ফলে চাকরি যায় ২৫,৭৫৩ জনের। পাশাপাশি চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয় ওই চাকরিপ্রাপকদের। কিন্তু প্যানেল বাতিল হয়ে যাওয়ায়, চাকরিহারা হন যোগ্যরাও।

প্রাথমিক দুর্নীতিতে চার্জগঠন অর্পিতা, তাপস, কুন্তল-সহ ৫৩ জনের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের বিরুদ্ধে হল চার্জ গঠন। ইতিমধ্যে সোমবারই পার্থ, সুজয়কৃষ্ণ-সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে আদালত। এরপর মঙ্গলবার চার্জ গঠন হয় অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষ-সহ ৫৩ জন অভিযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গত, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জামিনে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তারমধ্যে মধ্যে শেষ করতে হবে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া। সে কারণেই ৫৩ জন অভিযুক্ত ও অভিযুক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে এদিনই চার্জ গঠন হয়ে গেল। এদিকে আবার এরমধ্যে রয়েছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস। তালিকায় রয়েছে পার্থর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যও। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ রয়েছে এদিন তা আরও একবার পৃথকভাবে বলা হয়। তাঁরা দোষী না নির্দোষ সেটাও শুনতে চান বিচারক। তখনই নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। একই দাবি শোনা যায়, তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষেদের তরফ থেকেও। যদিও বিচারক পর্যবেক্ষণ, 'প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ, মানিক, সুজয় ভদ্র, অয়ন শীলের ভূমিকা আছে। আপনারা তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছেন। কেউ অপরাধ থেকে অর্জিত টাকা, সম্পদ অর্জন করেছেন, রেখেছেন, গোপন করেছেন। কিংবা অপরাধের সঙ্গে সেই অর্থ যুক্ত নয় বলে দাবি করেছেন। আপনাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তথ্য প্রমাণ দাখিল করেছে এজেন্সি। পিএমএলএ আইনের নির্দিষ্ট ধারায় চার্জ গঠন করা হচ্ছে।'

> ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জামিনে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তারমধ্যে মধ্যে শেষ করতে হবে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া। সে কারণেই ৫৩ জন অভিযুক্ত ও অভিযুক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে এদিনই চার্জ গঠন হয়ে গেল। এদিকে আবার এরমধ্যে রয়েছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস। তালিকায় রয়েছে পার্থর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যও। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ রয়েছে এদিন তা আরও একবার পৃথকভাবে বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে এদিন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় জানান, তিনি কোনও সরকারি পদে ছিলেন না। কোথায় কী উদ্ধার হয়েছে তিনি জানেন না। কোনওভাবেই তিনি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন। একইসঙ্গে আদালতের উদ্দেশ্যে তাঁর আর্জি, 'আমি নির্দোষ স্যার। কী উদ্ধার হয়েছে জানি না। নলেজ নেই। আমি কোনও অনৈতিক কাজে যুক্ত ছিলাম না।' অন্যদিকে কুন্তল ঘোষের দাবি, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সরব হওয়ার জন্যই তাঁকে এই অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সঙ্গে এও বলেন, আমি বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। এখানেই প্রতিহিংসার রাজনীতি হচ্ছে। অর্থাৎ, ভিকটিম অফ পলিটিক্স। এর সঙ্গে কোনও যোগ নেই। তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। যদিও বিচারক তাঁকে মাঝপথেই থামিয়ে দেন। সাফ বলেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে ধর্মতলায় বলুন। এখানে নয়।'

বিধানসভায় বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের চিকিৎসার বিল জমা ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কের চিকিৎসার বিল জমা দেওয়া ঘিরে বিতর্কের জেরে স্ক্যানারে পলাশিপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। অভিযোগ, তিনি নাকি জেলে থাকাকালীন চিকিৎসা সংক্রান্ত বিলও বিধানসভায় জমা করেছেন। নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন পলাশিপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। সেই সময়ের বিল বিধানসভায় জমা দেন তিনি। তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন চাপানউতোর। বিল সংক্রান্ত বিষয়ে এবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার বা জেল সুপারকে ডেকে পাঠালেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এবিষয়ে পরামর্শ নিতে বিধানসভায় ডাকা হয় আইনজ্ঞদেরও।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পলাশিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। তারপর থেকে দীর্ঘসময় তিনি জেলবন্দি ছিলেন। সদ্য জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। এরপরই বিধানসভার টিএ-ডিএ সেকশনে জমা দেন চিকিৎসা সংক্রান্ত একাধিক বিল। আর সেই বিল নিয়েই ধোঁয়াশা বেড়েছে। অভিযোগ, জেলে থাকাকালীন চিকিৎসার বিলও বিধানসভায় জমা পড়েছে। বিলগুলি খতিয়ে দেখার পরই প্রশ্ন ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভার সচিবালয়ে বিষয়টি জানানো হয়। তারপর তার গুরুত্ব বিবেচনা করে তা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হয়। বিলটি খতিয়ে দেখার পর স্পিকার ডেকে পাঠান প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারকে। সোমবার প্রেসিডেন্সি জেল সুপার নবীন কুজুর দেখাও করেন স্পিকারের সঙ্গে। যদিও এ বিষয়ে কিছুই বলতে চাননি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ খুলতে চাননি জেল সুপারও। প্রতিক্রিয়া মেলেনি মানিকবাবুরও।

সন্দেশখালির গণধর্ষণের ঘটনায় আদালতের শরনাপন্ন নির্যাতিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের ব্লক সভাপতি-সহ ৩ জনের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার অভিযোগ, প্রথমে পুলিশ অভিযোগ নিতে রাজি হয়নি। পরবর্তীতে এফআইআর হলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি পুলিশ। উলটে নির্যাতিতাকে দেওয়া হচ্ছে লাগাতার হুমকি। এবার এরই প্রেক্ষিতে আদালতের দ্বারস্থ হন ওই নির্যাতিতা। তাঁকে মামলার অনুমতি দেন বিচারপতি। আদালত সূত্রে খ বর, বুধবার শুনানির সম্ভাবনা। গতবছরের জানুয়ারি থেকে চর্চায় সন্দেশখালি। বহু মহিলা তাঁদের উপর হওয়া নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরেছেন। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। গ্রেপ্তার হয়েছেন সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহান। অভিযোগ, এসবের মাঝেই গত ১৬ মে এলাকার এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দিলীপ মল্লিক-সহ ৩ জনের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার অভিযোগ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হলেও কোনও লাভ হয়নি। যদিও বেশ কিছুদিন পর এফআইআর দায়ের হয়। তারপর দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। এমনকী কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়নি।

সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট চিকিৎসায় আরোপ হল নানা শর্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি হাসপাতালে কাজ করা চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা নিয়ে আগে বহু বিতর্ক হয়েছে। এরপর এই প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আনা হয় নানা বিধি নিষেধ। এবার এই প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়েই ফের নতুন করে নির্দেশিকা জারি করা হল রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই নির্দেশিকায় রয়েছে সরকারি হাসপাতালে কাজ করা চিকিৎসকদের জন্য একাধিক শর্ত। সঙ্গে কোন চিকিৎসকরা প্র্যাকটিস করতে পারবেন, কোথায় রোগী দেখা যাবে, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'নো অবজেকশন' নেওয়ার ব্যাপারেও।

স্বাস্থ্য ভবনের তরফ থেকে মূলত সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের জন্যই এই নয়া নির্দেশিকা বলেই সূত্রে খবর। এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, এবার থেকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের জন্য অর্থাৎ হাসপাতালের বাইরে চেম্বারে রোগী দেখার জন্য এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) নেওয়া বাধ্যতামূলক। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, নন প্র্যাক্টিসিং অ্যালাউন্স বা এনপিএ গ্রহণ করলে মিলবে না ওই এনওসি। অর্থাৎ যাঁরা এনপিএ নেবেন, তাঁরা হাসপাতালের বাইরে রোগী দেখতে পারবেন না।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা বা স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে থেকে অনুমতি নিতে হবে। তারপরই মিলবে প্রাইভেট প্র্যাক্টিসে ছাড়পত্র। তবে পোস্টিং অর্থাৎ কর্মস্থলের ২০ কিলোমিটারের বাইরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা যাবে না। সরকারি জায়গা বা কোয়ার্টারেও প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সম্প্রতি এক পৃথক নির্দেশিকায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকদের সপ্তাহে ছ'দিন উপস্থিতিও একপ্রকার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাতে হাসপাতালে যাতে কোনও সিনিয়র ফ্যাকাল্টি উপস্থিত থাকেন, তেমনটাই নির্দেশ রাজ্যের। আরও বলা হয়েছে যে, সিনিয়র চিকিৎসকদের দুপুর ২ টো পর্যন্ত ওপিডি'তে থাকতেই হবে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করা যাবে না। কর্তব্যে গাফিলতি প্রমাণ হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে সতর্ক করেছে স্বাস্থ্য ভবন।

বাংলার সিআইডি, ডিডি মমতার 'পপেট' হিসেবে কাজ করছে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরানো একটি মামলায় ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে তলব করল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিডি ডিপার্টমেন্ট। প্রসঙ্গত, ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারপার্সনের দায়ের করা মামলায় বুধবার তাঁকে তলব করেছে ডিডি ডিপার্টমেন্ট। অপরদিকে তাঁর ছেলে বিধায়ক পবন কুমার সিং-কে একই দিনে তলব করেছে সিআইডি। দু'জনেই আজ, বুধবার তদন্তকারীদের মুখোমুখি হবেন বলে জানা গিয়েছে। ডিডির তলব নিয়ে মঙ্গলবার ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দাবি, 'বাংলার সিআইডি, ডিডি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পপেট' হিসাবে কাজ করছে। যারা বিরোধী রাজনীতি করবেন। যারা সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন কিংবা যারা মমতাকে চ্যালেঞ্জ করবেন। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করে হেনস্থা করা হবে।' বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের তৈরি আবাসন সংক্রান্ত মামলা নিয়ে তিনি বলেন, 'ভাটপাড়া পুরসভা মূর্খদের হাতে চলে গিয়েছে। ওটা পুরসভার জমি নয়। ওখানে প্রিয়াঙ্গুর নিজস্ব কিছু জমি আছে। আর কিছু জমি জুটমিল কোম্পানির। মালপত্র আনার জন্য মিলের জমিতে রেললাইন পাতা হয়েছিল।' তাঁর দাবি, 'সরকারি টাকা অপচয় করে পুরসভার তরফে মামলা করা হচ্ছে। ওই মামলায় পুরসভাকে ল্যাজেগোবরে হতে হবে।' এদিন তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যের বুকে সর্বপ্রথম ই-টেন্ডার চালু করেছিল ভাটপাড়া পুরসভা। তৎকালীন সময়ে আমি পুরসভার পুরপ্রধান ছিলাম। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাজের জন্য ই-টেন্ডার জমা পড়েছিল। কিন্তু ই-টেন্ডারের মাধ্যমে কারা কাজ পাবে, সেটা আমার দেখার দায়িত্ব ছিল না।' তাঁর দাবি, তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতেই তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, 'পশ্চিমবঙ্গকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেহাদিদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ২০২৬ সালে যখন এই সরকার থাকবে না। যারা এখন মমতার অঙ্গুলি হেলনে এসব করছেন, তখন তাদের এর কৈফিয়ত আইনের মাধ্যমে দিতে হবে।' যদিও প্রাক্তন সাংসদকে ডিডির তলব নিয়ে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের দাবি, পুরপ্রধান থাকাকালীন অর্জুন সিং পুরসভার একটা মোটা অঙ্কের অর্থ সরাসরি তাঁর এক আত্মীয়ের একাউন্টে পাঠিয়েছিলেন। এমনকি ওই টাকায় কোনও কাজ হয়নি। পুরানো একটি টেন্ডার সংক্রান্ত মামলায় প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ছেলে তথা ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং-কে তলব করেছে সিআইডি। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ২৮ জুলাই ভাটপাড়া পুরসভার তরফে দায়ের করা মামলায় তাঁকে তলব করা হয়েছে। সিআইডির তলব নিয়ে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, হাওড়ার একটি কোম্পানির তিনি 'ঘুমন্ত' পার্টনার ছিলেন। কিন্তু ওই কোম্পানি নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি। কাজ সমাপ্ত করার জন্য কোম্পানি কিছুদিন পুরসভার কাছে সময় চেয়েছিল। কিন্তু পুরসভা সময় দেয়নি। সেই বিষয়ে পুরসভার তরফে মামলা করা হয়েছিল। এই মামলায় এর আগে ডিডি অফিস দু'বার তাঁকে তলব করেছিল। তখ ন তিনি তদন্তকারীদের জানিয়েছিলেন, ব্যবসার কাজে তিনি বিদেশে থাকতেন। তিনি উক্ত কোম্পানির 'ঘুমন্ত'পার্টনার ছিলেন। কোম্পানির কাজে তিনি বিশেষ ধ্যান দিতেন না। পবনের দাবি, একবছর বাদেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তাঁর আগে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে চাপে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। পবনের আরও দাবি, তিনি লড়াইয়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। প্রয়োজনে তাঁকে জেলেও যেতে হতে পারে। পবনের সংযোজন, দেশীয় রাজনীতিতে নেতা হলে জেলেও যেতে হয়। দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর মতো মানুষকেও জেলে যেতে হয়েছিল। তিনি তো একজন সাধারণ মানুষ। তাঁর দাবি, প্রাক্তন সাংসদের ছেলে হওয়ার কারণেই তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে। কারণ, প্রাক্তন সাংসদের ওপর তৃণমূল সরকারের প্রচণ্ড রাগ আছে।

রেলের জমিতে জঙ্গল, সাফাইয়ের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিনেশ্বর স্টেশন থেকে বরানগর রোড স্টেশন পর্যন্ত প্রায় দু'কিমি জায়গা আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, সন্ধে নামতেই জঙ্গলে ঘেরা রেলের জমিতে অসামাজিক কাজকর্ম চলছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জঙ্গলে পরিণত হওয়ায় স্থানীয়রা রাতে যাতায়াত করতে ভয়ও পাচ্ছেন। জঙ্গল সাফাইয়ের দাবিতে মঙ্গলবার বেলায় বরানগর স্টেশন ম্যানেজারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তৃণমূল কর্মীরা। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন বরানগর পুরসভার সিআইসি রামকৃষ্ণ পাল। বিক্ষোভ শেষে তারা স্টেশন ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে বরানগর পুরসভার সিআইসি রামকৃষ্ণ পাল বলেন, বরানগর স্টেশন সন্নিহিত প্রায় দু'কিমি জায়গা জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। সেই জঙ্গল অবিলম্বে সাফাই করতে হবে। রামকৃষ্ণ বাবু আরও বলেন, 'দুপুরের দিকে দীর্ঘক্ষণ শিয়ালদা-ডানকুনি লোকাল নেই। যাত্রীদের অনেকক্ষণ ট্রেনের জন্য স্টেশনে বসে থাকতে হয়। তাই দুপুর দু'টোর পর আরও দু'জোড়া ডানকুনি লোকালের দাবি করছি।' তাঁর হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ না হলে, আগামীদিনে তাঁরা রেল অবরোধ কর্মসূচিতে সামিল হবেন।

কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধিতেই 'মহার্ঘ্য' পাউরুটি

শুভাশিস বিশ্বাস

পাউরুটি এমনই এক বস্তু যার যাতায়াত সমাজের সর্বস্তরে। আর্থিক ক্ষেত্রে একেবারে প্রান্তিক পরিবারের সদস্যদের প্রাত্যহিক জীবনে এই পাউরুটি যতোটা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক ততোটাই এই পাউরুটি মর্যাদা পায় সমাজের উচ্চবিত্তের কাছেও। বাজারে এখনও কোয়ার্টার পাউন্ড পাউরুটি মেলে ন'টাকায়। এবার তা একপ্লেট ঘুগনি বা নিদেনপক্ষে এক কাপ চা দিয়ে খেলে অন্তত কয়েকঘণ্টার জন্য আর খিদে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ফলে এখনও সকালে চায়ের দোকানে নজরে আসে চায়ে ডুবিয়ে পাউরুটি খাওয়ার সেই চিরাচলিত প্রথা। অন্যদিকে সন্ধের দিকে মুখ রোচক খাবারের তালিকায় থাকবে পাউভাজির নাম। অথচ পাউরুটি বিনা পাউভাজি সম্ভব-ই নয়। পাউরুটি-অমলেট বা ফেঞ্চ টোস্ট তো অত্যন্ত জনপ্রিয় সমাজের সর্বস্তরে। অন্যদিকে পাঁচতারা হোটেলে এক কাপ কফির সঙ্গে একটা স্যান্ডউইচ না হলে ঠিক জমে না কোনও বৈঠক। আর সেই পাউরুটির কি না দাম বাড়ল! এই দাম বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকারিজ অ্যাস্যোসিয়েশন। যার জেরে এখন কোয়ার্টার পাউন্ড পাউরুটির দাম দাঁড়াল ৯ টাকায়, হাফ পাউন্ডের দাম ১৮ টাকা আর এক পাউন্ড কিনতে গেলে খরচ ৩৬ টাকা।

পাঁউরুটির এই দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গে এই বেকারি সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ শেখ আতিয়ার রহমান জানান, সাম্প্রতিক পাউরুটির কাঁচামাল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির জেরেই দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, পাউরুটির কাঁচামাল বলতে যে কয়েকটি জিনিস প্রয়োজন তা হল ময়দা, বনস্পতি তেল ও চিনি। যে ময়দা ছাড়া পাউরুটি হয় না তার দাম হঠাৎ-ই হয়েছে আকাশ ছোঁয়া। গত কয়েক মাসে এই ময়দার দাম বৃদ্ধির হার শতকরা প্রায় ৩৫ শতাংশ। খুব স্পষ্ট ভাবে বললে কয়েকমাস আগেও ময়দার দাম ছিল বস্তা পিছু ১২৮০ থেকে ১৩৫০ টাকা। এখন ময়দার সেই বস্তারই দাম ১৮৮০ টাকা। অর্থাৎ, ৫০কিলো ময়দার দাম বেড়েছে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা। বনস্পতি তেল বা ডালডার ১৫ কিলোর দাম ছিল ১৩৫০ থেকে ১৪০০ টাকা। তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২০০ থেকে ২২৮০ টাকায়। দাম বেড়েছে চিনিরও। এরইসঙ্গে প্রতি ছ'মাস অন্তর বাড়তে থাকে শ্রমিকদের মজুরি। এই মজুরি বৃদ্ধি না করা হলে মুখ থুবড়ে পড়বে সব বেকারিগুলো। বন্ধ হয়ে যাবে পাউরুটি তৈরি। ফলে এই ফ্যাক্টরটিকে অবহেলা করার কোনও উপায় নেই বেকারির মালিকদের। এই 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি' হিসেবে যুক্ত হয়েছে পাউরুটি যে কাগজে মুড়ে বাজারে আসে তার দামবৃদ্ধিও। ফলে পাউরুটি শিল্পের সঙ্গে জড়িতে এতোগুলো ফ্যাক্টরের পিছনে উত্তরোত্তর খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় পাউরুটির দাম না বাড়িয়ে কোনও উপায় ছিল না বলেই জানাচ্ছেন জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকারিজ অ্যাসোসিয়েশনের এই কর্তা। এই প্রসঙ্গে এও জানান, পাউরুটির ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি যতটা আবশ্যিক ছিল, সেই দাম বৃদ্ধি ততটা আবশ্যিক নয় কেকের ক্ষেত্রে। কারণ, একটা কেক তৈরিতে ময়দার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের ড্রাই ফ্রুটস। ফলে কেক তৈরিতে এক কিলো ময়দার সঙ্গে ড্রাই ফ্রুটস এবং অন্যান্য সামগ্রী যোগ হলে তা শেষে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫ থেকে সাড়ে পাঁচ কিলোয়। সেখানে পাউরুটি তৈরির ক্ষেত্রে এক কিলো ময়দার সঙ্গে জল যোগ করা হলে তা মেরে কেটে দাঁড়ায় দেড় কিলোয়। ফলে কেক শিল্পে এই ময়দার দাম বৃদ্ধি তেমন প্রভাব ফেলেনি।

পাউরুটির দাম বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্য সরকার যে বিশেষ কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছেন না তাও জানাতে ভোলেননি এই বেকারি সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ। অর্থাৎ, পাউরুটির দাম বাড়ল কি, বাড়ল না তা নিয়ে চিন্তিত নয় রাজ্য সরকার। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, রাজ্য সরকার যে পাউরুটির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষ মাথা গলাতে রাজি নয়, তার আভাস আগেই পেয়েছিলেন এই বেকারি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বেকারি মালিক। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যখন খাদ্যমন্ত্রী তখন পাউরুটির দাম বৃদ্ধির ইস্যুতে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যান সংগঠনের কয়েকজন। তখনই মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক নাকি জানিয়েছিলেন, পাউরুটি এমনই একটা জিনিস যার দাম বৃদ্ধি হলে জনমানসে সরকার সম্পর্কে এক বিরূপ ধারণা তৈরি হবে। ফলে এ ব্যাপারে কোনও ধরণের দাম বৃদ্ধির ঘোষণা তাঁরা করতে পারবেন না। একইসঙ্গে এ পথও বাতলে দিয়েছিলেন এই দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বেকারির মালিকদেরই। আর এই মূল্যবৃদ্ধি ঠিক কতটা হবে সে ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নেবে বেকারি অ্যাসোসিয়েশনগুলোও। এরই রেশ টেনে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকারিজ অ্যাস্যোসিয়েশনের এই কর্মকর্তা জানান, ১৯৮৫-র আগে এই বেকারি শিল্পে ছিল রেশনিং ব্যবস্থা। তবে তা উঠে যায় বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই। এরপর থেকে বেকারি শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে বেশ কয়েকটি সংগঠন। ফলে এই শিল্পে রাজ্য সরকারের তেমন কোনও ভূমিকা নেই। আর সেই কারণেই পাঁউরুটির এই মূল্যবৃদ্ধি যে রাজ্য সরকারের তাও বলা যাবে না। সঙ্গে তিনি এও জানাতে ভোলেননি যে, বেকারি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে রাজ্য সরকারের বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, এই শিল্পের সঙ্গে যেমন জড়িয়ে রয়েছে বহু মানুষের রুজি রোজগার। ঠিক তেমনই বহু মানুষের দিনগুজরানের একটা বড় রাস্তা দেখায় এই পাউরুটি-ই। এদিকে ময়দার সরবরাহ বা বনস্পতির দাম বৃদ্ধি ক্ষেত্রে যে ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা নজরে আসছে তাতে আগামী কয়েক বছরে এই পাউরুটির দামের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হতে বাধ্য, যা বড় ভয়ঙ্কর হতে পারে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের জন্য।

সিভিক ভলান্টিয়ারকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে, আরজি করকাণ্ডে বিস্ফোরক কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে কি বাঁচানোর চেষ্টা করছেন কেউ, এমনই প্রশ্ন এবার তুলে দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সঙ্গে অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে 'অভয়ার'র বাবা-মাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কুণাল এদিন এও বলেন, 'কিছু রাজনৈতিক অতৃপ্ত আত্মা, অন্ধ তৃণমূল বিরোধিতা থেকে নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা-মার আবেগ, যন্ত্রণাকে বিপথে চালিত করতে এই গোলমাল পাকাতে নেমেছে। এদিকে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে। সাজা ঘোষণার মুখে বলছে, নতুন করে তদন্ত চাই।' আর এখানেই প্রশ্ন, তাহলে কি কেউ বা কারা ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন? তবে এ ব্যাপারে কারও নাম উল্লেখ করতে দেখা যায়নি তাঁকে।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অগস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে 'অভয়া'-র দেহ উদ্ধার হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্তভার পায় সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার চার্জশিটে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা-মা। তাঁদের বক্তব্য, একা সিভিক ভলান্টিয়ার নয়, এর পিছনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে। আরও তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন তাঁরা।

অভয়ার বাবা-মার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে এদিন কুণাল বলেন, 'আরজি করের ঘটনা ভয়ঙ্কর। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমরা সবাই তার কড়া নিন্দা করেছি। আমরা সবাই চাই দোষীর ফাঁসি হোক। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমদিন থেকে বলছেন, দোষীর মৃত্যুদণ্ড হোক। এরপর কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজনকে ধরে। মৃতার বাবা-মার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সমবেদনা রেখেও বলছি, তাঁরা কিছু লোকের কথায় বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীকে ধরার পরও বলেন, আমরা সিবিআই চাই। সেইমতো সিবিআই তদন্ত হয়েছে। এবার সিবিআই তদন্ত করে কলকাতা পুলিশ যাকে ধরেছে, সেই ধরাটাকে ন্যায্য বলেছে। এবার তাঁরা তা মানতে পারছেন না। এদিকে একদল সোচ্চার 'বিচার চাই' বলে। বিচার তো আদালতে হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টও নজরদারি চালাচ্ছে। সেখানেও তাঁদের আইনজীবী ছিলেন। শুনানির সময় পূর্ণ সুযোগ ছিল, সুপ্রিম কোর্টে সবটা বলার।' হঠাৎ আরজি করকাণ্ডে নিহত চিকিৎসক তরুণীর বিচার চেয়ে তাঁর বাবা মায়ের আবার সুপ্রিম কোর্টে. দ্বারস্থ হওয়া নিয়ে শাসক দলের মাথা ব্যাথায় অনেকেই সরষের মধ্যে 'ভূত' দেখছেন।

সম্পাদকীয়

কর্পোরেট সংস্থাকে ঋণ দেওয়ার আগে ব্যাঙ্কের আরও বেশি সতর্ক হওয়া দরকার

ব্যাঙ্কের ৪২০০০ কোটি টাকার অনাদায়ি ঋণ মকুবের সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানাই যে, গত বছরও মোছা হয়েছিল অনাদায়ি ঋণ ১৪.৫ লক্ষ কোটি। সুতরাং, তফাত শুধুমাত্র সময়ের। ৪২০০০ কোটি টাকা মোছা হয়েছে ছ'মাসের, আর ১৪.৫ লক্ষ কোটি মোছা হয়েছিল ন'বছরের। সংবাদে প্রকাশ, গত আর্থিক বছরে (২০২৩-২৪) ঋণ মোছা হয়েছিল ১.১৪ লক্ষ কোটি। এ বিষয়ে শীর্ষে ছিল এসবিআই, পিএনবি, ইউবিআই ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক। কৃষিকর্ম, গাড়ি বাড়ি ক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাঙ্কের বন্ধকী ঋণ স্বীকৃত। এই ঋণের জন্য জমির দলিল দস্তাবেজ বন্ধক রাখা কিংবা চাকরিজীবীদের 'স্যালারি স্টেটমেন্ট' প্রভৃতি ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসাবে জমা রাখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু কর্পোরেট সংস্থাকে ঋণ পেতে এ সব হ্যাপা সামলাতে হয় না। শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে কর্পোরেট সংস্থার কোটি কোটি টাকার ঋণ পাওয়ার আবেদনপত্র খুঁটিয়ে যাচাই করা হয়। তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ, ঋণ পরিশোধের পন্থা প্রভৃতি উল্লেখ থাকে। সর্বোপরি থাকে উপরমহলের ছাড়পত্র। এতগুলি ধাপ পেরিয়ে ছাড়পত্র পাওয়া কর্পোরেট সংস্থার ঋণ খেলাপি হওয়ায় সাধারণ গ্রাহকের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছয়। অনাদায়ি ঋণ ব্যাঙ্কের কাছে অনুৎপাদক সম্পদ। প্রশ্ন ওঠে, অনাদায়ি ঋণ মুছে দেওয়া এবং কর্পোরেট সংস্থার ঋণ মকুব করা কি একে অপরের পরিপূরক? ব্যাঙ্কের প্রতি আস্থাভাজন গ্রাহকের গচ্ছিত টাকা এই ভাবে মকুব করে দেওয়া কি বিধিসম্মত? কর্পোরেট সংস্থাকে ঋণ দেওয়ার আগে ব্যাঙ্কের আরও বেশি সতর্ক হওয়া দরকার। কারণ, গ্রাহকের মনে ভীতি সঞ্চার হলে ব্যাঙ্কগুলির দেউলিয়া হয়ে যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।

শব্দবাণ-১৫৬

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.বুনিয়াদ রচনা ৪.পথ, রাস্তা ৫. সংগ্রাম ৭.লাগানোর ওষুধ, প্রলেপ ৯. যুবক ১১. কৌতুকস্নিগ্ধ লেখা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নিক্ষেপযোগ্য পৌরাণিক যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ ২. মজবুত, টেকসই ৩. শ্রীকৃষ্ণ ৬. নীল রঙের পদ্ম ৮. পুরুষলোক ১০. প্রচুর, যথেষ্ট।

সমাধান: শব্দবাণ-১৫৫

পাশাপাশি: ১. অধিগ্রহণ ৩. একতা ৫. মর্কট ৭. মংপু ৮. রসাল ১০. ঘরবাহির ।

উপর-নীচ: ১. অবাক ২. হট্টমন্দির ৩. এতিম ৪. তালপুকুর ৬. টহল ৯. সাগর।

জন্মদিন

আজকের দিন

আশাপূর্ণা দেবী

১৯০৯ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর জন্মদিন।*

১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর জন্মদিন।*

১৯৫৭ *বিশিষ্ট সাঁতারু নাফিসা আলির জন্মদিন।*

পরিবেশগত শীর্ষ সম্মেলন থেকে আমরা কি পেলাম

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

গত ২০২৪ সালে বিশ্বের প্রায় ৭০টি বিভিন্ন দেশের মানুষ দেশের জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল, যা একটি রেকর্ড। গত মার্চ মাসে নেচার পত্রিকা বলেছে কমপক্ষে পাঁচটি দেশের ভোটের ফলাফল সারা বিশ্বের জলবায়ু কর্মকান্ডকে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে বিশেষ করে বহুপাক্ষিক বিজ্ঞানের নীতিনির্ধারনের ক্ষেত্রে গত ২৪ সাল বেশ হতাশাব্যঞ্জক বছর হিসাবে শেষ হয়েছে। বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে উত্তেজনা ও অবিশ্বাস বিজ্ঞানের ব্যবহারকে সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রভাবিত করেছে। জাতিসংঘের United Nation Sustainable Development Goals (SDGs) স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষমাত্রা পূরনে সারা বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য তৈরি করা আন্তর্জাতিক আলোচনায় বিজ্ঞান গবেষণাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বিজ্ঞানী ও নীতিনিধারকেরা আরও হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাদের কেউ কেউ আইনি হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। গত ডিসেম্বরে নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করার জন্য শুনানি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক জলবায়ু নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। কনফেডারেশন অফ দ্যা পার্টিজ (COP) হল আন্তর্জাতিক জলবায়ু বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সম্মেলন। গত ডিসেম্বর মাসে বাকুতে ঋজঞঙ্ক২৯ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের নিরীখে আলোচনা হয়েছে। তাতে সবাই সম্মত হয়েছে অন্তপক্ষে প্রক্রিয়াগুলি সংস্কার করা দরকার। এই সম্মেলন জলবায়ু সংকট মোকাবিলার জন্য চূড়ান্তভাবে দায়ী কে তা নিয়ে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে চরম বিতর্কের সাথে শেষ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত 'ক্লিন এনার্জি ' প্রযুক্তির বিকাশ এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাবগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বার্ষিক ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ বরাদ্দ করতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু বিশ্বকে জলবায়ু পরিবর্তনের স্তরগুলি এড়াতে ও মোকাবিলায় এই পরিমান অর্থ অপর্যাপ্ত।

কলম্বিয়ার ক্যালিতে জাতিসংঘের COP16 জীববৈচিত্র্যের সম্মেলনে প্রকৃতি পূনরুদ্ধার ও সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল বৃদ্ধি ছাড়াই শেষ হয়েছিল। উপস্থিত দেশগুলি ১৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৩০ু ভূমি ও সমুদ্র রক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বছরে কম করে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দরকার। প্রতিনিধিরা সম্মত হয়েছেন বড় বেসরকারী কোম্পানীগুলি স্বেচ্ছায় এই বিষয়ে অর্থ প্রদান করা উচিত।

আলোচনায় অংশগ্রহনকারী দেশগুলি প্লাস্টিক দূষনের অবসানেরও প্রসঙ্গ উঠে আসে। বেশ কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিক দূষন বন্ধ করার উপায়ের বিষয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তারা প্রস্তাবিত চুক্তি নিয়ে তীব্রভাবে দ্বিধা বিভক্ত ছিলেন। কোন ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি। তবু বিজ্ঞানীরা এই চুক্তির স্বপক্ষে সোচ্চার হয়ে লড়াই করেছেন। জাতিসংঘ আলোচনার সময় গবেষকদের পরামর্শ দেওয়ার কোন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। দক্ষিন কোরিয়ার বুসানে ২০২৫ সালে পরবর্তী সম্মেলনের জন্য তা রাখা হবে তারা জানান। এমনকি মহামারী চুক্তির বিষয়ে আলোচনাও পরের বছরে ঠেলে দেওয়া হয়। আফ্রিকার দেশগুলি ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ করেছেন যে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলির তৈরি করা মহামারী , সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য ব্যবহার করার সুযোগের জন্য অগ্রাধিকার থাকা উচিত। কিন্তু মেনে নেওয়া হয়নি, বিরোধিতা রয়েই গেল।

গত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে জতিসংঘের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শেষের দিকে প্রতিনিধিরা রিয়াদে খরা ও মরুকরন (UNCCD) মোকাবিলা করার বিষয়ে আলোচনা চলাকালীন সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করেন। তারা সমস্যাটি মোকাবিলা করার জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক প্রটোকল নিয়ে আলোচনা শুরু করতে বাধা দেন। যাহোক তারা স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাদের UNCCD সংস্থাকে প্রসারিত করতে সম্মত হয়েছিলেন। গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের নিউইউর্ক সিটিতে আয়োজিত ও মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের উপস্থিতিতে শীর্ষ সম্মেলনেও কিছু ইতিবাচক ফলাফলের সাথে শেষ হয়েছিল। তার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ ও সাহসী ঘোষনা করা হয়েছিল যা বিজ্ঞানকে তার চূড়ান্ত নথি, ভবিষ্যতের জন্য চুক্তি তৈরি করতে বিশ্বজুড়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য অপরিহার্য হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক মেরুকৃত রাজনীতির বাতাবরনে নিয়ে এই সিদ্ধান্তটি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

আপাত মনে হতেই পারে বর্তমান বিশ্ব বহুপাক্ষিক নীতিনির্ধারণে স্বর্ণযুগে রয়েছে। গত COP শীর্ষ সম্মেলন ও অন্যান সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যাসংখ্যায়লয়, প্রচারভিযান গোষ্ঠী ও শিল্পের গবেষকেরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় (৭০৩২ জন) অংশগ্রহন করেছেন। গত বছরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অনুষ্ঠিত COP28 শীর্ষ সম্মেলনে মোট ৭০০০২ জন সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ও স্তরের প্রতিনিধি যোগদান করেন। তার মধ্যে ৪৩৯৭৮ জন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি, ৩০৭১ জন বিজ্ঞানী, ২৫৬ জন কৃষক, ৫১৫৫ জন পরিবেশ আন্দোলনকারী, ২৩৪৭ জন শিল্প ও ব্যাবসায়ী ২৬৭৩ জন মিডিয়া থেকে, ১১১২১ জন অন্যান প্রতিনিধি,৩৩৯ জন মহিলা, ১০৬২ জন যুবক অংশ নেন। তাদের বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যায়। উপস্থিত সকলে চুক্তির আলোচনায় নীতিনির্ধারকদের পরামর্শ দেন। অন্যরা জাতিসংঘের বিজ্ঞান উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। কেউ কেউ তাদের গবেষণা প্রচারের জন্য বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার উপস্থিতির সুযোগ নিতে সম্মেলনে আসেন। তবুও পর্যবেক্ষকদের কাছে স্পষ্ট যে ভাল সংখ্যক বিজ্ঞানীদের উপস্থিতি সত্বেও COP প্রতিনিধিরা মূল আলোচনায় গবেষণাকে আমল দিচ্ছে না। যদি তাই হতো, তাহলে আলোচনার পরিস্থিতি মেরুকরন হতো না যেমনটা দেখা গিয়েছে। সম্মেলনে দেখা গিয়েছে জলবায়ু সংক্রান্ত গবেষণার অর্থ বরাদ্দ নিয়ে Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এ বেশ মতবিরোধ দেখা যায় ও তা থেকে বাদানুবাদে সভা উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। জ্জঞ্চঙ্খ এই ধরনের কাজ শুরু করার আগে কয়েকটি দেশকে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব দিতে হয়। তবে এখনও পর্যন্ত কোন গ্রহীতা পাওয়া যায়নি। এই আগ্রহের অভাব অতীতের থেকে কিছুটা আলাদা বলে মনে হয়। অতীতে যেমন ১৯৮৯ মন্ট্রিল প্রটোকল ওজোন- ক্ষয়কারী পদার্থের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য, ১৯৯৭ সালে কিয়োটো জলবায়ু প্রটোকল এবং ২০১৫ সালে (ঙ্গঝ এর নকসার মূলে ছিল গবেষণা। কেন গবেষণা বর্তমানে প্রভাব ফেলতে লড়াই করছে তা বোঝা দরকার। যখন জাতিসংঘের সেইসভায় বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার বর্তমান ব্যবস্থাটা চালু হয়েছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলি ছিল বিশ্বের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রনকারী। তারাই সভায় আধিপত্য বিস্তার করতেন। বেশিরভাগ গবেষণা যা জাতিসংঘের পরিবেশগত সম্পর্কিত চুক্তির প্রস্তাব এইসব দেশগুলি থেকেই এসেছে। এইসব দেশের বিজ্ঞানীরা মূলত আলোচনায় অংশগ্রহন করেছেন ও বিশ্বের প্রভাবশালী মিডিয়া তাদের কভার করেছেন।

কিন্তু আজ পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। এখন চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি ও ভারত তৃতীয় হওয়ার পথে। SDG সংক্রান্ত গবেষণার প্রস্তাব ক্রমশ বেশি সংখ্যায় এখন নিম্ন , মধ্য আয়ের দেশগুলি থেকে আসছে। একই সময়ে আলোচনায় বিজ্ঞানের স্থান ক্ষমতার ভারসাম্যের এই পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সহজভাবে বললে উচ্চ- আয়ের দেশগুলির দ্বারা যখন গবেষণা পরিচালিত বা অর্থায়ন করা হয় তখন নিম্ন , মধ্য আয়ের দেশগুলির কেউ কেউ সেই দেশের সরকারগুলির আলোচনার অবস্থানের পক্ষে পক্ষপাতমূলক বলে মনে করেন।

সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানীরা জাতিসংঘের পরিবেশগত চুক্তিগুলি রুপায়নে ও প্রভাবিত করতে যে ব্যবস্থাটি ব্যবহার করেন তা চাপের মধ্যে আছে। সভা আয়োজক, প্রতিনিধি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বদের একসাথে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করতে হবে। বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার সঠিক সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত বিশ্বকে আবহাওয়া সংকট থেকে সমাধান করবে।

সমাজে সুস্থ শিক্ষা একান্ত আবশ্যক

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

এবার বলি ছোটবেলা থেকে ভালো শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন শিশুদের মধ্যে। মানে শুধু আমি আমি ভাবটা কাটাতে শেখাতে হবে। এমনটা নয় যে তুমি তোমার বন্ধুকে বিপদে না এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছি। বরং আপনি তাকে এনকারেজ করুন অন্যের উপকারে কিভাবে হেল্প করা যায়। এখনতো দেখছি এমনটা একেবারে ছোটবেলা থেকে শেখানোর অনীহা দেখা যাচ্ছে। আর এখানেই প্রশ্ন তাহলে একজন শিশু ছোটবেলা থেকে কিভাবে শিখবে ভালো আর মন্দ কোনটা! আর আমরা দোষ দি স্কুলের পরিবেশকে। কিন্তু তা কি ঠিক? কতক্ষন স্কুলে থাকে শিশুরা! একটা শিশুর বাড়ী হলো প্রথম শিক্ষালয়। তাই সেখানে তার প্রাথমিক পাঠ ঠিকঠাক হলে আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। কিন্তু আমরা সব জেনেও সব সময় আমাদের কাজটা ঠিকঠাক করে উঠতে পারি না। আর যার ফলে ক্ষতি হয় আমাদের সন্তানদের। আবার আমাদের সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে ঠিকঠাক পঠন পাঠন এর অভাবেও ভালো শিক্ষা সন্তানরা পান না। যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে মারাত্বক ক্ষতি হয় ছেলেমেয়েদের।

বলছি সমাজের কথা। আর সেই প্রসঙ্গে অবশ্যই শিক্ষার কথা। আর তা হতে হবে একেবারেই সুস্থ। আর যা হতে হবে এখনই। আপনার মনে হতেই পারে যে কেন সমাজ কি ভালোভাবে চলছে না! আমি বলবো চলছে বাট তা ঠিকঠাক চলছে না। মানে, সমাজ সুস্থভাবে চলছে না। কেনো একথা মনে হল তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। বাট তা নিয়ে ভাবছে ক'জন! আরো ভালোভাবে বললে কিভাবেই বা ভাবছে। এত সার্থপর সমাজ আগে দেখা যেত না। আগে যা একান্ত নিজের বলে মনে করা হতো এখন আর তা নিঃশর্ত ভাবাও যায় না। এখন যেন কেউ কারো নয়। এমনকি এর প্রভাবে জানে ক্ষতি হচ্ছে তাও কারো কোন খেঁয়াল নেই। আর এখানেই ক্ষতি হচ্ছে গোটা সমাজের। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কিভাবে তা সামলাবো। আসলে তারও আগে জানা দরকার আমাদের ইচ্ছা বা তাগিদ আছে কতখানি আসলে আমরা যা সহজে পারি তা মোটেই করি না। আর হা হুতাশ করে মরি। তবে এখানে বলবো এমনটা করলে কিন্তু চলবে না। আমাদের চিন্তাধারাকে প্রয়োজনে পাল্টাতে হবে।

কিন্তু কেমন করে আমাদের চিন্তাধারা পাল্টানো যায় তায়-ই তো আমরা সঠিক জানি না। আমরা ভাবি এক আর করি আরেক। না, এমনটা করলে চলবে না। ভাবলে চলবে না যে পরের ছেলে পরমানন্দ/খ... তত আনন্দ। আসলে সকলের তরে সকলে আমরা অনেক আগে লেখা। তাই পুরনো কথাটা বইয়ের পাতায় কি সুন্দর ভাবে রয়েছে। বাস্তবিক তার প্রয়োগ নেই। আর নেই বলেই সমস্যা। অনেকের ধারণা আছে যে ভালো স্কুলে পড়লে বোধহয় সব ভালো হয়ে যাবে। আরো ভালোভাবে বললে ইংলিশ মিডয়াম এ পড়লে বোধহয় দারুন মানুষ হবে। বাট কিছু ক্ষেত্রে এটা ঠিক হলেও সার্বিকভাবে এ কথা একেবারে ঠিক নয়। আপনি যত বড়ো স্কুলে আপনার সন্তানকে দেন না কেন প্রথমত ওর প্রথম দেখা গৃহের পরিবেশকে একেবারে ঠিকঠাক রাখা দরকার। একটা দু'টো উদাহরন এ যাই। ধরুন সন্তান দেখছে মা অনবরত বাবাকে ইনসাল্ট করছে। ফলে শিশু বুঝছে বাবা একটি ইনসাল্ট এর মানুষ। খুব সহজে বোধহয় বাবাকে ইচ্ছেমত ছোট করা যায়। অন্যদিকে বাপ ও হাল ছেড়েছেন অযথা ঝামেলার ভয়ে। কিম্বা বাবা মার আচরণ বা অযথা ঝামেলা বিরাট প্রভাব পড়ে সন্তানের পড়ে। আর আর যদি একেবারে ছোটবেলা থেকে তা এড়াতে পারি তবে একটা সুস্থ পরিবার একটা গোটা সমাজেকেই পরিবর্তন করতে পারে।

এবার বলি ছোটবেলা থেকে ভালো শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন শিশুদের মধ্যে। মানে শুধু আমি আমি ভাবটা কাটাতে শেখাতে হবে। এমনটা নয় যে তুমি তোমার বন্ধুকে বিপদে না এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছি। বরং আপনি তাকে এনকারেজ করুন অন্যের উপকারে কিভাবে হেল্প করা যায়। এখনতো দেখছি এমনটা একেবারে ছোটবেলা থেকে শেখানোর অনীহা দেখা যাচ্ছে। আর এখানেই প্রশ্ন তাহলে একজন শিশু ছোটবেলা থেকে কিভাবে শিখবে ভালো আর মন্দ কোনটা! আর আমরা দোষ দি স্কুলের পরিবেশকে। কিন্তু তা কি ঠিক? কতক্ষন স্কুলে থাকে শিশুরা! একটা শিশুর বাড়ী হলো প্রথম শিক্ষালয়। তাই সেখানে তার প্রাথমিক পাঠ ঠিকঠাক হলে আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। কিন্তু আমরা সব জেনেও সব সময় আমাদের কাজটা ঠিকঠাক করে উঠতে পারি না। আর যার ফলে ক্ষতি হয় আমাদের সন্তানদের। আবার আমাদের সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে ঠিকঠাক পঠন পাঠন এর অভাবেও ভালো শিক্ষা সন্তানরা পান না। যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে মারাত্বক ক্ষতি হয় ছেলেমেয়েদের।

এবার বলি পরিবেশগত ভাবেও বিপুল ক্ষতি হয় মানুষের। একটা বয়স থাকে যখন আরো কথা ভালো লাগে না। বাবা মার কথা তো মোটেই না। ঠিক এই সময়েই দিশেহারা হয় অভিভাবকেরা। বহু চেষ্টা করেও আপনি আপনার সন্তানকে মানুষ করতে না পারায় আপনার যন্তনার শেষ নেই। আপনি অনুশোচনায় জীবনটা কাটাবেন। কিছু করার নেই। আপনি অনেক সাধ্যমতো সাধনা করেছেন, তবুও না আপনি পারেন নি। সে সব ক্ষেত্রে আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু এর আগে অবধি কিছু কি করার আছে? আপনি নিজের সন্তানের সঙ্গে প্রচুর সময় দিন। আপনি বন্ধুর মত মিশুন। ভালোবাসুন। জীবনের মানে বোঝান। বোঝান ফেলিওর আসলে সাকসেস এর রাস্তা। বোঝান সব কিছু লড়াই করে নিতে হয়। জানান আমার যা আছে তা আমারই; তা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমার সাধ্যের মধ্যেই আমরা সেরাটা দিতে শেখাতে হবে। জানবেন আমি যা পারি অন্য অনেকে তা পারে না। তাই লড়াই লড়াই আর লড়াই। কোনো কিছুতেই আপনাকে হারলে চলবে না। যদিও বা তার পরেও পরাজয় হয় তবে জানতে হব এবার জয় জাস্ট অপেক্ষা। তাই যে কাজ করবেন একেবারে ভালোবেসে করুন। কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকলে আপনার কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আপনার কাজের প্রতি ডেডিকেশন আপনাকে উচ্চতর শিখরে নিয়ে যাবে। আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আর আপনাকে মন্দের রাহুগ্রাস এ পড়তেও হবে না।

দিকে দিকে যা ঘটছে আর যে ভাবে ঘটছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা খুব সেভ আছি আর কেউ বলতে পারবে না। আমরা শঙ্কিত, আমরা স্তম্ভিত। আমাদের দেশে ঘোর অন্ধকার নেমে আসবে প্রতিমুহূর্তে। আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ছি আমরা কিভাবে ভালো থাকবো। আর ঠিক সেই কারনেই আমাদের জীবনের গোড়া থেকেই সচেতন থাকতে হবে। কোনো বাধা যেন জীবনে আপনাকে থামাতে না পারে। আপনার জীবন অনেক বড়ো। আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই অনেক বড়ো। আপনার পাওয়ারকে আপনি কাজে লাগান। আপনি সব কাজকে আনন্দের সঙ্গে নিন। আপনার শিক্ষা রুচি আপনাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। ভালো লোকেদের সঙ্গে মিশুন। ভালো বই পড়ুন। ভালো চরিত্র গঠন করুন। ভালো বই এ পারলে মনীষীদের জীবনী গ্রন্থ পড়ুন। আপনি নিজেই পারেন নিজের স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করতে। জানবেন যা ভালো তা থাকে। আর খারাপ যা তা আংশিক আনন্দ দিয়ে চিরতরে হারিয়ে যায়। সুতরাং মূল্যবোধ তৈরি করুন ও করান। আগে নিজে ভাল থাকুন দেখবেন পরে সেই গুনে অন্য অনেকে ভালো থাকবে। জানবেন, ভালোর মুক্ত আকাশে আপনার জীবন। মন্দ আপনার অনিচ্ছার আসর। এখন দেখার আপনি কিভাবে নিজেকে চালিত করবেন। আমরা কি পারি না সেই আসরে মাততে-- যেখানে সত্যের হবে জয়! পারলে জানবেন ও জানবেন।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

তৃণমূল নেতা খুনে দলেরই টাউন সভাপতি সহ দুই ভাইকেও তলব

বাবলা সরকারের শ্রদ্ধাঞ্জলির পোস্টার কাটল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার খুনের ঘটনার পর তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো পোস্টার কেটে দিল দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই মালদা শহরজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার খবর পেয়ে মহানন্দাপল্লি এলাকায় নতুন করে তদন্তে যাই ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি যারা এই রকম কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে। তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত।

তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় দলেরই টাউন সভাপতি তথা হিন্দি সেলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে ডেকে পাঠাল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁর দুই ভাই বীরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি এবং অখিলেশ তিওয়ারিকেও। মঙ্গলবার ইংরেজবাজার থানায় দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা থেকে এই তিনজনকে জিজ্ঞাসা বাদ করছে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। ইংরেজবাজার থানায় ধাপে ধাপে এই তিনজনকে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের টাউন সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির ভাই বীরেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'এই ঘটনায় আমাদের বাড়ির কেউ জড়িত নেই। আমাদেরকে ফাঁসানো হচ্ছে। তবে আমরা পুলিশকে সবরকম ভাবে সহযোগিতা করছি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে পুরসভা ভোটে নন্দু শিবির এবং বাবলা শিবির এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডগোল হয়েছিল। বাবলা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নন্দু এবং ওঁর ভাইকে মারধর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। পুলিশের অনুমান, এই সূত্রেই দুলাল সরকার খুনের ঘটনায় জড়িত থাকতে পারেন তাঁরা। তাই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এদিন সাতসকালেই ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দাপল্লি এলাকায় শ্রদ্ধাঞ্জলির পোস্টার কে বা কারা কেটে দিয়েছে, তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি জানিয়েছেন, এটা খুব দুঃখ জনক ঘটনা। বাবলা সরকারের মৃত্যুর পর তাঁর ওয়ার্ডেই দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে ছবি দেওয়া একটি পোস্টার দেওয়া হয়েছিল। শুনেছি ওই পোস্টারটি কেউ বা কারা কেটে দিয়েছে। পুলিশকে অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত করে দুষ্কৃতীদের ধরা উচিত।

OFFICE OF THE AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK MURSHIDABAD

এতদ্বারা আমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত জনগণও এজেন্সিদের জানানো যাইতেছে নির্মল বাংলা মিশন প্রকল্পে যে সকল উপভোক্তা শৌচালয় এর জন্য টাকা জমা করেছিলেন কিন্তু শৌচালয় পাননি তাহারা আমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে ০৯/০১/২০২৫ তারিখ থেকে ২৯/০১/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত টাকা জমা দেওয়ার আসল রসিদ নিয়ে আবেদন করবেন নচেৎ ২৯/০১/২৫ তারিখের পর আর কোনো টাকা দেওয়া হবে না

Sd/- Prodhan
Amlal Gram Panchayat

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স জিন মাতা প্রমোটারস লিমিটেড (CIN : U45500WB2020PLC236155) রেজিস্টার্ড অফিস : ১২৭, বি টি রোড, সাকেত নগর কলোনি, ফেজ ১, ডানলপ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৮ সম্পর্কিত

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থান কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে "**রিজিওনাল ডিরেক্টর-এর অফিস, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ**" ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে ১২৭, বি টি রোড, সাকেত নগর কলোনি, ফেজ ১, ডানলপ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৮

আবেদনকারীর পক্ষে
শোভা শর্মা
তারিখ : ৭ জানুয়ারি, ২০২৫ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন-০০২২০১১৩

IIEST Shibpur And Garden Co-operative Credit Society Ltd.
Regd. No. 07, Dated : 19.08.1924
IIEST Shibpur (Campus), Howrah-711103

Number of Directors to be elected 15 out of which 02 (two) are reserved for women and 01 (one) reserved for SC/ST.

Sl. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised Person
1	Publication of final voter list	18/12/2024	Alredy published	Notice Board of the Society	ARO
2	Issue of Nomination Papers	13/01/2025 & 14/01/2025	1.00 PM to 3.30 PM	Society's Office	ARO
6	Submission of Nomination Papers	13/01/2025 & 14/01/2025	1.00 PM to 3.30 PM	Society's Office	ARO
7	Scrutiny of Nomination Papers	16/01/2025	From 1.00 PM	Society's Office	ARO
8	Publication of list of Valid Nominations	16/01/2025	after Scrutiny	Notice Board of the Society	ARO
9	Last Date of withdrawal of Nomination Papers	17/01/2025	upto 3.00 PM	Society's Office	ARO
10	Publication of Final List of Contesting Candidates	17/01/2025	After 3.00 PM	Notice Board of the Society	ARO
11	Allotment of Symbol (if require) & All Candidate Meeting	24/01/2025	1.00 PM	Society's Office	ARO
12	Election (if required)	12/02/2025	12.00 PM to 3.00 PM	Institute hall	Polling Personal
13	Counting of Votes & Publication of Result	12/02/2025	After Completion of Poll	Institute hall	Polling Personal & ARO

বিশদভাবে জানার জন্য সমিতিতে যোগাযোগ করুন অথবা সমিতির নোটিস বোর্ড দেখুন।

(Joydip Moitra)
Assistant Returning Officer
IIEST Shibpur and Garden Co-Operative Credit Society Ltd.

উজিরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং-৫৫৫,তাং- ২২.০২.১৯৬৮
গ্রাম-উজিরপুর,পো:-বার্নিয়া, ব্লক- তেহট্ট-২নং,থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া।

স্মারক নং-০২ /UJIR / এ.আর.ও তারিখ- ০৬.০১.২০২৫

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **উজিরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:**-এর সমস্ত সদস্য সদস্যাদের জানাচ্ছি যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সমিতির খসড়া নির্বাচক তালিকা (জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি) অদ্য ইংরেজি **০৬-০১-২০২৫** তারিখে সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হল (সমিতির নোটিশ বোর্ডে) যা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ বলে গণ্য হবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকলে তা লিখিতভাবে আগামী ইং **০৯-০১-২০২৫ ও ১০-০১-২০২৫** তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং **১৮.০১.২০২৫** তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদন কারীকে তাহার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করতে হবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং **১৮.০১.২০২৫** তারিখে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

বিদ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
উজিরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

গোপালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি নং - ২৫০ (এন) তাং-২৭.০৫.১৯৬৩
গ্রাম- গোপালপুর, পোষ্ট-নাটনা, থানা- তেহট্ট, জেলা – নদীয়া পিন নং-৭৪১১৬০

স্মারক নং-০২ /গোপাল/ এ.আর.ও তারিখ- ০৭.০১.২০২৫

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমুহের সহনিবন্ধক, নদীয়া রেঞ্জ তথা সমবায় সমিতি সমুহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer)- এর আদেশ নং ৯৫৩, তাং-২৬.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমি শ্রী পঙ্কজ কুমার রায়, সমবায় পরিদর্শক, তেহট্ট-২নং উন্নয়ন ব্লক, নদীয়া তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার গোপালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, এতদ্বারা গোপালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য / সদস্যা গন কে জানাইতেছি যে, সমিতির পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সহিত খসড়া নির্বাচক তালিকা (জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরী) অদ্য ইংরেজি **০৭.০১.২০২৫** তারিখে সংযোজিত হইয়া প্রকাশিত হইলো (সমিতির নোটিশ বোর্ডে) যাহা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হইবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোনো সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিত ভাবে আগামী ইং **১৩.০১.২০২৫ ও ১৪.০১.২০২৫** তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩টার মধ্যে জমা দিতে পারিবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং **২১.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১টা থেকে বিকেল ৩টের** মধ্যে অ্যাসিস্টান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হইবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদন কারীকে তাহার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত/মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Eletoral Roll) আগামী ইং **২১.০১.২০২৫ তারিখে** সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইবে।

বিদ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
গোপালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

এসবিআই মেদিনীপুর শাখা (০০১৩২)
পোঃঅঃ- মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১১০১, ই-মেল: sbi.00132@sbi.co.in
গাড়ি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম : শ্রী দুষ্মন্ত মান্না, মোঃ- ৮০০১১৯৪৭৮১, ই-মেল: sbi.00132@sbi.co.in

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে নীচে বর্ণিত দখলীকৃত গাড়িটি "**যেমন কোথায় আছে, যেমন আছে, যা আছে এবং অবলম্বন ছাড়াই**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যদি থাকে তবে দায়বদ্ধতা সহ, **১৬.০১.২০২৫** তারিখে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা এবং অ্যাকাউন্টের বিশদ	গাড়ির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : অশ্বিনী কুমার খাঁ** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪২৫১৬১৮৬৪৬৪; ২৯.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া ৯,৩১,৩৩৪/- টাকা সহ সুদ, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ (সম্পত্তি আইডি - SBIN42516186464)	**কিয়া সোনেট জি১.২ ৫এমটি এইচটিকে প্লাস; রেজিস্ট্রেশন নং** WB 34 CE 4302; **রং :** পরিষ্কার সাদা : ODO-6900 KM (প্রায়); **মাস :** নির্মাণের বছর : ১১/২০২৩ **সংরক্ষিত মূল্য :** ৭,৭০,০০০/- টাকা **বায়না জমা (ইএমডি):** ৭৭,০০০/- টাকা **বর্ধিত মূল্য:** ৫,০০০/- টাকা

পরিদর্শনের তারিখ: ১৪.০১.২০২৫ এবং ১৫.০১.২০২৫ (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা)
পরিদর্শনের জন্য যোগাযোগ করুন: ৮২৫০৯১৮৫৭৮ (ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) / ৯৭৭৫৭০০২২৬ (আরএ- সুজাতা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড)
পরিদর্শনের স্থান: এসবিআই, মেদিনীপুর শাখা প্রেমিসেস

১) ইচ্ছুক দরদাতাদের অংশগ্রহণের আগে যানবাহন(গুলি) পরিদর্শন করা উচিত এবং বর্ণনা, গুণমান এবং অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করা উচিত কারণ সফল বিডিংয়ের পরে কোনো ধরনের অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। ২) অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ডেলিভারির পর এক মাসের মধ্যে তার নিজের খরচে গাড়িটি তার (পুং/স্ত্রী) নিজের নামে স্থানান্তর করা ক্রেতার দায়িত্ব। প্রযোজ্য কর এবং জিএসটি সরকারি নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে এবং তা ক্রেতাকে বহন করতে হবে। ৩) একটি ক্ষতিপূরণ বন্ডে স্বাক্ষর করে ডেলিভারির পরে গাড়িটি তার নিজের নামে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতাকে দায়িত্ব নিতে হবে। ৪) **১১.১২.২০২৪ তারিখে ১৬:০০ ঘন্টা** বা তার আগে পর্যন্ত সুদ, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ সমগ্র বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য এই নোটিশটি ঋণগ্রহীতা/তার আইনি উত্তরাধিকারীদের জন্যও প্রকাশিত হয়েছে। ৫) দরদাতা/ক্রেতা ই-অকশন পোর্টাল **https://ebkray.in** -এ নিবন্ধন করতে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি কেওয়াইসি যাচাইকরণ ইবিক্রয়-এর মাধ্যমে অনলাইনে করা হবে। তাই দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি যাচাইকরণ আপলোড করতে ০২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে। ৬) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি ই-নিলাম পোর্টাল **https://ebkray.in** -এ আপলোড করা হয়েছে।

এতদ্বারা ব্যাঙ্ক বা অনুমোদিত অফিসার কোন কারণ ব্যতীত যেকোন বা সমস্ত অফার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

তারিখ : ০৮.০১.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : মেদিনীপুর **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

সিমপ্লেক্স প্রোজেক্টস লিমিটেড
CIN : L45201WB1990PLC050101
রেজিস্টার্ড অফিস :১২/১ নেলি সেনগুপ্ত সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৮৭
ফোন: ০৩৩ ২২৫২-৪১২৫, ই-মেল: info@simplexprojects.com
ওয়েবসাইট : www.simplexprojects.com

বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বেলা ১১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিডিও মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে এজিএম এর পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) সার্কুলার তারিখ ৫ মে ২০২০, ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, এবং পরবর্তী ইস্যুকৃত সার্কুলার, সর্বশেষ ৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (যৌথভাবে সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) সংস্থান অধীনে এবং সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত সকলের সুবিধার স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

সদস্যগণের অবগতির জন্য অবগত করা করা হচ্ছে যে, উক্ত সার্কুলার অধীনে ৩২তম এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন/ইমেল মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে ৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ই-মেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) বা কোম্পানি/ক্যামেও কর্পোরেট সার্ভিস লিমিটেড, (আরটিএ) এর নিকট নিবন্ধিত। সংশ্লিষ্ট নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.simplexprojects.com** তেও পাওয়া যাবে।

সদস্যগণ কেবল ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম তে অংশগ্রহণ এবং হাজিরা নথিভুক্ত করতে পারবেন। এজিএম নোটিশে এজিএমতে অংশগ্রহণের নির্দেশাবলি সংবদ্ধ এবং ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সদস্যগণের হাজিরা গণনা করা হবে সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন)ধারা ১০৩ অধীনে কোরামের কারণে।

সংশ্লিষ্ট আইনের ১০৮ ধারা অনুযায়ী এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ (এলওডিআর) অধীনে নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির জন্য এজিএম তে বা তার পূর্বে ই-ভোটিং মাধ্যমে তাদের ভোট দানের সুবিধা পাবেন। বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক) ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় : ২৫ জানুয়ারি ২০২৫, সকাল ৯ টায়
খ) ই-ভোটিং সমাপ্ত হওয়ার তারিখ এবং সময় : ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ বিকেল ৫ টায়
গ) এজিএম তে বা তার পূর্বে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দানের অধিকার নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কাট-অফ তারিখ ২১ জানুয়ারি ২০২৫।
ঘ) ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলি এজিএম নোটিশের সঙ্গে ৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ইমেল মারফত পাঠানো হয়েছে এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.simplexprojects.com** তেও পাওয়া যাবে।
ঙ) যে সকল বিনিয়োগকারী নোটিশ/ইমেল পাঠানোর পর কোমানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট -অফ ডেট অর্থাৎ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী শেয়ার অধিকার করেন তারা ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ ইন আইডি এবং পাশওয়ার্ড পেতে তাদের ফোলিও নং/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি পাঠানোর জন্য কোম্পানির **evoting@nsdl.co.in** নিকট ইমেল পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
চ) শেয়ারহোল্ডারগণ এজিএম নোটিশ অনুযায়ী বৈদ্যুতিন ভোটদানের নির্দেশাবলি পড়তে পারেন এবং কোনও জিজ্ঞাসা/এজিএম তে অংশগ্রহণ বিষয়ে বা ই-ভোটিং সম্পর্কিত থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস(এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়েল যা **www.evotingindia.com** হেলফ সেকশন উপলভ্য, বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** ইমেল পাঠিয়ে জানতে পারেন।
ছ) সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্থান অনুযায়ী এবং সেবি (এলওডিআর), অধীনে সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই ২২ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ২৮ জানুয়ারি (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

সিমপ্লেক্স প্রোজেক্টস লিমিটেডের পক্ষে
সোহিনী শুক্লা
তারিখ : ০৭.০১.২০২৫ (কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান : কলকাতা এসিএস : ৪৮৪০৯

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা / Bank of Baroda
ঘটকপুকুর শাখা
গ্রাম - বি গোবিন্দপুর, থানা - ভাঙ্গর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫০২
ইমেল : ghatak@bankofbaroda.com
দাবি নোটিশ

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি :

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	নোটিশের তারিখ/ অ্যাকাউন্ট নাম/ এনপিএ তারিখ	চুক্তি নিরাপত্তা সহ জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	সুবিধার প্রকৃতি/সীমা/সুদের হার/ বকেয়া পরিমাণ
মেসার্স ইউনিক প্রোডাকশন (স্বত্বা : আবদুল মুন্সি হালিম) গ্রাম : ডি/ মাধবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত-চন্দনেশ্বর -২, পো : ইউ মাধমবপুর, থানা : ভাঙ্গর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪৩৫০২।	**নোটিশের তারিখ ০৭.১২.২০২৪** **অ্যাকাউন্ট নাম মেসার্স ইউনিক প্রোডাকশন (স্বত্বা - আবদুল মুন্সি হালিম)** **এনপিএ তারিখ ২৯.০৮.২০২২**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০৩ শতক সমপরিমাণ ০১ কাঠা ১৩ ছটাক ০২ বর্গফুট-সমুদয় জমি পরিমাণ আনুমানিক ৭৫ শতক থেকে অবস্থিত মৌজা : মাধবপুর, জেএল নং ৭৫, তৌজি নং ৫৮৬,আরএস দাগ নং ২২৫৭,আরএস খতিয়ান নং ৩৮২/৩৩০, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৭, চন্দনেশ্বর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : ভাঙ্গর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রয়াত মুন্সি আবদুল ইয়াকুব এর সম্পত্তি ; দক্ষিণে : ডা. সেলিম মুন্সি এর সম্পত্তি ; পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক ; পশ্চিমে : প্রয়াত মুন্সি অশোক আলির সম্পত্তি।	**১. টার্ম লোন I : (45090600000225) সীমা : ৯.৫০ লাখ টাকা সুদের হার : ১১.১০ শতাংশ বকেয়া পরিমাণ : ৭,৫৫,১২৮.৩২ টাকা** অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ **২. টার্ম লোন II : (45090600000240) সীমা : ২০.৫০ লাখ টাকা সুদের হার : ১১.১০ শতাংশ বকেয়া পরিমাণ - ১৭,০৮,৩৩৩.৩৫ টাকা** অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ **৩. বিজিইসিএলএস টার্ম লোন (45090600000332) সীমা : ৮.৮০ লাখ টাকা সুদের হার : ৮.৯০ শতাংশ বকেয়া পরিাণ - ৮,৮০,০০০.০০ টাকা** অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ

আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা থেকে উল্লিখিত ঋণসুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সুদ সহ আপনার ঋণখেলাপী করেছেন। ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে। রেজিস্টার্ড ডাকে ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় প্রেরণ সত্ত্বেও তা অবন্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। এই নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই বকেয়া উশুলের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাঙ্ক ব্রতী হবে।

তারিখ : ০৮.০১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : ঘটকপুকুর ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.
শ্রীবাসঅঙ্গন রোড, পো. নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া,
পিন - ৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ), ফোন নং - (০৩৪৭২) ২৪০৩৪৭
স্থাপিত - ১৯২৯ (রেজি. নং ৪২ তারিখ ২৬.১১.১৯২৯)
আরবিআই লাইসেন্স নং - ইউবিডি. ডব্লিউ.বি ১৪/২০০৯-১০

দখল নোটিশ
স্থাবর সম্পত্তির জন্য পরিশিষ্ট -IV
{ রুল ৮(১)}

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. নবদ্বীপ,** নদিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ (নিম্নে তারিখ বিস্তারিত উল্লিখিত) ঋণগ্রহীতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ (নিম্নে বিস্তারিত বর্ণিত) ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. নবদ্বীপ, নদিয়া** টাকা (নিম্নে বর্ণিত) এবং পরবর্তী সুদ, মূল্য ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে আপনারা উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম খ) এ/সি নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	১) বকেয়া ঋণ (পুঞ্জিভূত সুদ ব্যতীত)টা. ২) দাবি নোটিশের তারিখ (১৩/২ অধীনে) ৩) দখলের তারিখ (১৩/৪ অধীনে)
১	**ক) শঙ্কর দত্ত** পিতা বলরাম দত্ত পোড়াঘাট, মোমিনপুর রোড পো এবং থানা : নবদ্বীপ জেলা : নদিয়া পিন নং ৭৪১৩০২ **খ) 012300011601 (TL)**	**মালিক : শঙ্কর দত্ত,** পিতা বলরাম দত্ত, পোড়াঘাট, মোমিনপুর রোড, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ০.০০৬৩ শতক, মৌজা : ২০ নবদ্বীপ, জেএল নং ২০, ওয়ার্ড নং ৪, আরএস খতিয়ান নং ১২৪৪, এলআর খতিয়ান নং ৭৮২০, হাল এলআর নং ৩১৬০৬, আরএস প্লট নং ৮০৫, এলআর দাগ নং ৩৫৫৬, নবদ্বীপ পুরসভা অধীন, দলিল নং ২৬০১-২০১৯ সালের, পো এবং থানা : নবদ্বীপ , জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪৩১০২, পশ্চিমবঙ্গ।	**১) ৩,২৯,৩০৯.০০ টাকা (তিন লাখ উনত্রিশ হাজার তিনশ নয় টাকা) ৩১.০৫.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, মূল্য ইত্যাদি সহ **২) ২০.০৬.২০২৪ ৩) ০৪.১১.২০২৪**
২	**ক) স্বপন দাস** পিতা নিত্যানন্দ দাস, নেতাজি রোড, প্রতাপনগর, ওয়ার্ড নং ৪, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) 012700072301 (TL)**	**মালিক : স্বপন দাস,** পিতা : নিত্যানন্দ দাস, নেতাজি রোড,প্রতাপনগর, ওয়ার্ড নং ৪, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা নদিয়া, পিন নং : ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ১.৬৭ শতক, মৌজা : ৪ গঙ্গাপ্রসাদ, জেএল নং ৪, ওয়ার্ড নং ৪, হোল্ডিং নং ৬৮৭/২, ৬৮৮/১/৬৮৮/২, আরএস খতিয়ান নং ২০, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮/৩৯০, এলআর প্লট নং ২৭৯, নবদ্বীপ পুরসভা অধীন, দলিল নং ৭৫৭-২০১৮ সালের, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪৩১০২, পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ১.৬৭ শতক, মৌজা : ৪ গঙ্গাপ্রসাদ, জেএল নং ৪, ওয়ার্ড নং ৪, হোল্ডিং নং ৬৮৭/২, ৬৮৮/১/৬৮৮/২, আরএস খতিয়ান নং ২০, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮/৩৯১, এলআর প্লট নং ২৭৮, নবদ্বীপ পুরসভা অধীন, দলিল নং ৭৪৯-২০১৮ সালের, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪৩১০২, পশ্চিমবঙ্গ।	**১) ৭,৭৫,৩৭০.০০ টাকা (সাত লাখ পঁচাত্তর হাজার তিনশ সত্তর টাকা) ৩১.০৫.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, মূল্য ইত্যাদি সহ **২) ২০.০৬.২০২৪ ৩) ০৪.০১.২০২৫**
৩	**ক) অমিত পাল** পিতা সত্য পাল এবং সত্য পাল, পিতা রাধা মাধব পাল, অফিস ঘাট রোড, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ, এবং **সত্য পাল** পিতা রাধা মাধব পাল, অফিস ঘাট রোড, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা নদিয়া, পিন নং : ৭৪১ ৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) 012300005401 (TL)**	**মালিক : সত্য পাল,** পিতা রাধা মাধব পাল, অফিস ঘাট রোড, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ৩.২৫ শতক, মৌজা : ২০ নবদ্বীপ, জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৪৬৬১, এলআর খতিয়ান নং ৭৪১৪, হাল এলআর নং ১৯৪৬৪, আরএস প্লট নং ৪১৫০, এলআর প্লট নং ৭৬৭০, দলিল নং ১৩৫৮ - ১৯৮৩ সালের, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪৩১০২, পশ্চিমবঙ্গ।	**১) ৩,১৪,৮১৬.০০ টাকা (তিন লাখ চোদ্দ হাজার আটশ যোলো টাকা) ৩১.০৫.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, মূল্য ইত্যাদি সহ **২) ২০.০৬.২০২৪ ৩) ০৪.০১.২০২৫**
৪	**ক) ঋণগ্রহীতা অসিত কুমার সাহা,** পিতা নগেন্দ্র সাহা, দণ্ডপানি তলা ঘাট রোড, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ এবং নারায়ণ চন্দ্র রায়, দিয়ারা পাড়া ঘাট , পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) 012300005501 (TL)**	**মালিক : নারায়ণ চন্দ্র রায়,** দিয়ারা পাড়া ঘাট, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। --সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ২.৬৬ শতক, মৌজা : ২০ নবদ্বীপ তেঘড়ি, জেএল নং ২০, হোল্ডিং নং ১৩, ওয়ার্ড নং ১৭, আরএস খতিয়ান নং ১১২৯, এলআর খতিয়ান নং ১৫৮৬/১, ৭৮৯১/১, ১৩৪৮৩/১, হাল এলআর নং ৩০৩৮৫, আরএস প্লট নং ৬০৪৯/১৪৮২৭,এলআর প্লট নং ১৩৩৪০, নবদ্বীপ পুরসভা অধীন, দলিল নং ২৯৪৬-২০১২ সালের, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪৩১০২, পশ্চিমবঙ্গ।	**১) ৩,৩৭,০৬৮.০০ টাকা (তিন লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার আটষট্টি টাকা) ৩১.০৫.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, মূল্য ইত্যাদি সহ **২) ২৪.০৬.২০২৪ ৩) ০৪.০১.২০২৫**
৫	**ক) ঋণগ্রহীতা মহাদেব বৈরাগ্য,** পিতা রাজকুমার বৈরাগ্য, গাবতলা , উত্তর মালপঞ্চপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ১, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং : ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) 012700059301 (TL)**	**মালিক : মহাদেব বৈরাগ্য,** পিতা রাজকুমার বৈরাগ্য, গাবতলা, উত্তর মালপঞ্চপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ১, পো এবং থানা : নবদ্বীপ , জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ১.০৮ শতক মৌজা : ২০, নবদ্বীপ, জেএল নং ২০, হোল্ডিং নং ৩৮/২/এ/১, হাল খতিয়ান নং ২৭৬৮০, সাবেক খতিয়ান নং ৭৪৭৪, এলআর খতিয়ান নং ১০৮৩৬/১, আরএস প্লট নং ৪৪৩৬/১০৩৬৯, এলআর প্লট নং ৬৬৭৯, ওয়ার্ড নং ১, নবদ্বীপ পুরসভা অধীন, দলিল নং ১৩১৫০, ১৪২৯ -২০১৯ সালের, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪৩১০২, পশ্চিমবঙ্গ।	**১) ৬,৯৫,৪০৩.০০ টাকা (ছয় লাখ পঁচানব্বই হাজার চারশ তিন টাকা) ৩১.০৫.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, মূল্য ইত্যাদি সহ **২) ২৪.০৬.২০২৪ ৩) ০৪.০১.২০২৫**
৬	**ক) রঞ্জন কুমার মিস্ত্রি,** পিতা জগদীশ মিস্ত্রি, প্রাণগোপাল নগর, বাবলারি, নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং ২৪, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) 012700062401 (TL)**	মালিক : রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকদত্ত ঋণগ্রহীতার অনুমতিতে (দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. , শ্রীবাসঅঙ্গন রোড, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪৩১০২, পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ৩.৯৬ শতক, মৌজা ৩ বাবলারি, জেএল নং ৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৪, এলআর খতিয়ান নং ১০২৮, হাল এলআর ৩৩৮৮, এলআর এবং আরএস প্লট নং ৭৮৮, দলিল নং ১-২৩৯৬-২০১৯ সালের, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং ৭৪৩১০২, পশ্চিমবঙ্গ।	**১) ৩,৫৯,৪৩৯.০০ টাকা (তিন লাখ উনষাট হাজার চারশ উনচল্লিশ টাকা) ৩১.০৫.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, মূল্য ইত্যাদি সহ **২) ২০.০৬.২০২৪ ৩) ০৪.০১.২০২৫**

স্বা/-
তারিখ : ০৮.০১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নবদ্বীপ দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন
DAMODAR VALLEY CORPORATION
ডিভিসি টাওয়ার, ভিআইপি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪
DVC Towers, VIP Road, Kolkata 700054

বিজ্ঞপ্তি
কোম্পানির নাম ঃ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন
নিবন্ধিত কার্যালয় (রেজিস্টার্ড অফিস) ঃ ডিভিসি টাওয়ার্স, ভিআইপি রোড, কলকাতা–৭০০০৫৪

১) উপরোক্ত আবেদনকারী দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের আইএসটিএস বিদ্যুৎ বহনকারী নন–আইএসটিএস ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য সিইআরসি বিধির পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯–২৪ ও ২০২৪–২৯ মেয়াদের জন্য শুল্ক নির্ধারণ হেতু, নয়া দিল্লীর মাননীয় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন)–এর কাছে আবেদন করেছে।

২) আইএসটিএস বিদ্যুৎ বহনকারী নন–আইএসটিএস ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের সুবিধাভোগীরা:
ক) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
খ) ঝাড়খন্ড বিজলি বিতরণ নিগম লিমিটেড
গ) পাঞ্জাব স্টেট পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড
ঘ) কেরালা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড
ঙ) হরিয়ানা পাওয়ার পারচেজ সেন্টার
চ) ব্যাঙ্গালোর ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি

৩) আইএসটিএস বিদ্যুৎ বহনকী ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের সম্পদ:

ক্রমিক সংখ্যা	সম্পদের নাম	সার্কিটের প্রকার	লাইনের দৈর্ঘ্য কিমি–এ	সম্পদের সিওডি
১	৪০০ কেভি ডি/সি দুর্গাপুর (পিজি)–এর এলআইএলও – ডিএসটিপিএস–এ জামশেদপুর (পিজি)	ডাবল সার্কিট	৩.৮৯	০১.০২.২০১১
২	৪০০ কেভি ডি/সি মাইথন (পিজি)–এর এলআইএলও – আরটিপিএস–এ রাঁচি (পিজি)	ডাবল সার্কিট	১০.৫৬৩	০১.০৭.২০১২
৩	৪০০ কেভি ডি/সি ডিএসটিপিএস–আরটিপিএস ট্রান্সমিশন লাইন	ডাবল সার্কিট	৬৯.৫	০১.০৮.২০১৩
৪	৪০০ কেভি ডি/সি আরটিপিএস–রাঁচি (পিজি) ট্রান্সমিশন লাইন	ডাবল সার্কিট	১৫৫.৫	৩০.০৮.২০১৭

৪) আইএসটিএস বিদ্যুৎ বহনকী ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের স্বতন্ত্র সম্পত্তির মোট মূলধনী ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

সম্পদের নাম	৩১.০৩.২০১৯ তারিখে সিইআরসি কর্তৃক অনুমোদিত মূলধনী ব্যয়	৩১.০৩.২০২৪ তারিখে দাবীকৃত মূলধনী ব্যয়	৩১.০৩.২০২৯ তারিখে দাবীকৃত মূলধনী ব্যয়
৪০০ কেভি ডি/সি দুর্গাপুর (পিজি)–এর এলআই এলও – ডিএসটিপিএস–এ জামশেদপুর (পিজি)	৮৭০.৬৬	৮৭০.৬৬	৮৭০.৬৬
৪০০ কেভি ডি/সি মাইথন (পিজি)–এর এলআইএলও – আরটিপিএস–এ রাঁচি (পিজি)	২১৭২.৪১	২১৭২.৪১	২১৭২.৪১
৪০০ কেভি ডি/সি ডিএসটিপিএস–আরটিপিএস ট্রান্সমিশন লাইন	১৪৮৫৫.৫৯	১৪৮৫৫.৫৯	১৪৮৫৫.৫৯
৪০০ কেভি ডি/সি আরটিপিএস–রাঁচি (পিজি) ট্রান্সমিশন লাইন	৪৬৬০৩.৮০	৪৭৬৩১.৪১	৪৭৬৩১.৪১

৫) যে কর্তৃপক্ষ মূলধনী ব্যয় অনুমোদন করেছে: সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন
৬) বাণিজ্যিক ক্রিয়ার নির্দিষ্ট তারিখ: প্রযোজ্য নয়
৭) স্বতন্ত্র কেন্দ্রে বাণিজ্যিক ক্রিয়ার প্রকৃত তারিখ: উপরে ক্রমিক সংখ্যা ৩–এ যেরূপ উল্লিখিত
৮) ট্যারিফের বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

টি ও ডি পদ্ধতি	ক্যাপাসিটি চার্জ/ এনার্জি চার্জ	সম্পদের নাম	Year wise tariff sought to be determined as per True-up Petition for 2019-24					Year wise tariff sought to be determined as per claimed in Tariff Petition for 2024-29				
			২০১৯–২০	২০২০–২১	২০২১–২২	২০২২–২৩	২০২৩–২৪	২০২৪–২৫	২০২৫–২৬	২০২৬–২৭	২০২৭–২৮	২০২৮–২৯
৪০০ কেভি আইএস টিএস লাইন	ক্যাপাসিটি চার্জ (লক্ষ টাকায়)	৪০০ কেভি ডি/সি দুর্গাপুর (পিজি)–এর এলআইএলও – ডিএসটিপিএস–এ জামশেদপুর (পিজি)	২২৭.৩৪	২২৩.১৮	২১৪.২৩	২১৩.৩০	২১৬.০৪	১৯৪.৯৭	১৯৩.৩৬	১৯১.৯৩	১৯০.৬৯	১৮৯.৬৪
		৪০০ কেভি ডি/সি মাইথন (পিজি)–এর এলআইএলও – আরটিপিএস–এ রাঁচি (পিজি)	৪৬৮.২৩	৪৫৪.৬২	৪২৮.৮৯	৪২২.৮৬	৪২৫.২৮	৩৯৫.৫৪	৩৮৬.৭৩	৩৭৮.১১	৩৬৯.৭০	৩৬১.৫১
		৪০০ কেভি ডি/সি ডিএসটিপিএস– আরটিপিএস ট্রান্সমিশন লাইন	২৭৭৪.৪৫	২৬৭০.৮১	২৪৯২.৪৬	২৪৩৯.৯৫	২৪৩৭.৭৯	২৩১০.২৯	২২৩৪.২৪	২১৫৮.৬৮	২০৮৩.৬২	২০৩৪.৩০
		৪০০ কেভি ডি/সি আরটিপিএস–রাঁচি (পিজি) ট্রান্সমিশন লাইন	৮৬৯৮.৭৭	৮৪০৭.৮৬	৭৮২১.৭৮	৭৬৮৮.০১	৭৭১৪.৪৪	৭৩৯১.৯১	৭১৩১.৭০	৬৮৭২.১৪	৬৬১৩.৩১	৬৩৫৫.৬৭

৯) ট্যারিফ (শুল্ক) নির্ধারণের জন্য আবেদনের একটি অনুলিপি ডিভিসির ওয়েবসাইট **www.dvc.gov.in** – এ পোস্ট করা হয়েছে।
১০) আবেদনে অন্তর্গত ট্যারিফ (শুল্ক) নির্ধারণের জন্য প্রস্তাবের পক্ষে কোনও পরামর্শ অথবা বিপক্ষে কোনও আপত্তি থাকলে তা সুবিধাভোগী সহ যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা আবেদনকারীকে একটি কপি প্রদান সমেত সেক্রেটারি, সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন, ৬ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা, টাওয়ার বি, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, নওরোজি নগর, নিউ দিল্লী – ১১০০২৯ – এর কাছে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জমা করতে হবে।

স্থান: কলকাতা সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
তারিখ: ০৮.০১.২০২৫ INF&PR/Comml/87/24-25 (বাণিজ্যিক)

পোঁটবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ ১০৮ এইজ.জি. তাং - ০৬/০৭/১৯৬৩
গ্রাম - পোঁটবা, পোঃ- ভিটাসিন, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পোঁটবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সকল সদস্যবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, রাজ্য সরকার-এর সমবায় দপ্তরের হুগলী রেঞ্জ কর্তৃক 25/07/2024 তারিখের 831 এবং Secretary, CEC WB এর 495/CEC/IV-01/2024, 31/12/2024 আদেশনামা বলে আগামী ইং **০৯/০২/২০২৫ তারিখে (বাংলা- ২৬শে মাঘ, ১৪৩১ সাল) রবিবার** পোঁটবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ সভায় পরিচালকমন্ডলীর সর্বমোট ১২ জন সদস্য/ সদস্যা নির্বাচন করা হইবে। বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত ।

সাধারণ সদস্য/সদস্যা	মহিলা সংরক্ষিত সদস্যা	তপঃজাতি/উপজাতি সংরক্ষিত সদস্য/ সদস্যা
৯ জন	২ জন	১ জন
সর্বমোট পরিচালকমন্ডলীর সদস্য/ সদস্যা নির্বাচন - ১২ জন		

উক্ত সভায় যথা সময়ে যোগদানের জন্য সকল সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানানো যাইতেছে।

পোঁটবা কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্থান- পোঁটবা **স্বাক্ষর-সন্দীপ নিয়োগী (S.O.)**
তারিখ: ০৩/০১/২০২৫ **SPECIAL OFFICER**

সদস্য / সদস্যার নাম :
পিতা / স্বামীর নাম :
সদস্য ক্রমিক নং :
ঠিকানা :

প্রাপ্তি স্বীকার

পোঁটবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর আগামী ০৯/০২/২০২৫ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার পত্র প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর করিলাম।

পোঁটবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

সর্বমোট ১২ জন সদস্য (৯জন সাধারণ সদস্য, ২ জন মহিলা সংরক্ষিত ও ১ জন তপঃজাতি/উপজাতি সদস্য সংরক্ষিত) নির্বাচিত হইবে।

নির্বাচন নির্ঘণ্ট (২য় পর্ব)

নং	বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
১.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়েছে	০২/১২/২০২৪	বেলা ১০ টা	সমিতির কার্যালয়
২.	মনোনয়ন পত্র বিতরণ ও গ্রহণ	১৩/০১/২০২৫- ১৪/০১/২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৩.	মনোনয়ন পত্র নিরীক্ষন	১৬/০১/২০২৫	বেলা ১ ঘটিকা	সমিতির কার্যালয়
৪.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১৬/০১/২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরে	সমিতির কার্যালয়
৫.	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	১৭/০১/২০২৫	বিকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৬.	চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের তালিকা প্রকাশ	১৭/০১/২০২৫	বিকাল ৩ ঘটিকার পর	সমিতির কার্যালয়
৭.	ভোটগ্রহণের তারিখ	০৯/০২/২০২৫	সকাল ১২ টা থেকে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	পোঁটবা প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮.	ভোটের ফলাফল প্রকাশ	০৯/০২/২০২৫	ভোটপত্র গণনা শেষ হইবার পর	পোঁটবা প্রাথমিক বিদ্যালয়

ক) বোর্ড সদস্য হবার যোগ্যতা সমবায়আইন ২০০৬ এবং নিয়মাবলী ২০১১ অনুসারে নির্ধারিত হবে।
খ) মনোনয়ন পরীক্ষার সময় প্রার্থীপ্রস্তাবক ও সমর্থক উপস্থিত থাকিতে পারিবেন ।
গ) ভোটদানের সময় সদস্যকে ভারতের নির্বাচন কমিশন দ্বারা স্বীকৃত যেকোনো একটি সচিত্র পরিচয়পত্র যেমন ভোটেরকার্ড(EPIC), প্যানকার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইত্যাদি আনিতে হইবে।
ঘ) নির্বাচন সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ সমিতির নোটিশবোর্ডে দেওয়া হইবে ।
তারিখ: ০৩/০১/২০২৫

স্বা/- অমল কুমার দাস, সমবায় উন্নয়ন আধিকারীক এ.আর.ও. পোঁটবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

স্বা/- প্রবীর পান্ডে, সমবায় উন্নয়ন আধিকারীক এ.আর.ও. পোঁটবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

প্রধানের নামে আয় বহির্ভূত সম্পত্তি ও আর্থিক দুর্নীতি লেখা পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডাল ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত মদনপুর পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান তথা যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি পার্থ দেওয়াসির নামে পড়ল পোস্টার। তোলাবাজি, আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে পোস্টারের লেখাতে। ভিত্তিহীন অভিযোগ, বিরোধীদের চক্রান্ত বলে দাবি প্রধানের।

রাজ্যেজুড়ে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ প্রায় প্রকাশ্যে এসেছে। তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই নেতা কর্মীদের সততার সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিযোগের শেষ নেই। মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি পার্থ দেওয়াসির নামেও এবার উঠল একই অভিযোগ। সম্প্রতি মদনপুর গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়ির দেওয়াল, ল্যাম্প পোস্ট ও গাছে তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ লেখা পোস্টার দেখা গিয়েছে। কে বা কারা এই পোস্টার ছড়িয়েছে, তা অবশ্য পোস্টারে উল্লেখ নেই।

সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে প্রিন্ট করে লেখা। পোস্টারে অভিযোগ তোলা হয়েছে ১০-১২ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বিপুল সম্পতির মালিক হয়েছেন পার্থবাবু। আগে তিনি কাঁচা বাড়িতে থাকতেন, সাইকেলে করে এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন। এখন ৮০ লক্ষ টাকার বাড়িতে বসবাস করেন। দু'টি দামি চারচাকা গাড়ির মালিক তিনি। পোস্টারে দাবি করা হয়েছে, মদনপুরে বালিঘাটে অবৈধ ভাবে বালি তুলে পাচার হয়। সেখান থেকে মাসে মোটা মাসোহারা পান পার্থবাবু। এছাড়াও টপলাইন চিতাডাঙা এলাকায় ছোট কলকারখানা ফ্যাক্টরি থেকে তোলার টাকা তাঁর কাছে আসে। বেশ কয়েকটি এলাকাতে পার্থবাবুর নামে জমি রয়েছে। বহু মূল্যের এই জমির মালিক তিনি কী ভাবে হলেন, সে নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে পোস্টারে। আরও দাবি করা হয়েছে, পার্থবাবু মদনপুর পঞ্চায়েতের প্রধান। আবার বকলমে তিনি ঠিকাদারিও করেন।

পোস্টার ও দুর্নীতি তোলাবাজির অভিযোগ প্রসঙ্গে মদনপুর পঞ্চায়েত প্রধান পার্থবাবু বলেন, 'এইসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। দল আমাকে সংগঠনের যুব সভাপতি করেছে। আর মানুষের ভোটে জিতে আমি পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছি। এলাকার উন্নয়ন, মানুষকে পরিষেবা দেওয়া আমার কাজ। সততার সঙ্গে আমি সেটাই করে চলেছি। পোস্টারে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়েছে।' এটা বিরোধীদের কাজ বলে দাবি করেন পার্থবাবু।

দলের অণ্ডাল ব্লক সভাপতি কালোবরণ মণ্ডল পার্থবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ঈর্ষার কারণে রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা এই পোস্টার দিয়েছে। এটা বিরোধীদের কাজও হতে পারে বলে জানান তিনি এই পোস্টার কাণ্ড নিয়ে জেলা বিজেপির নেতা ছোটন চক্রবর্তী বলেন, তৃণমূল আর দুর্নীতি সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনগণের সেবার কথা বলে আদতে তৃণমূল নেতারা নিজেদের আখের গোছাচ্ছেন। যে অভিযোগ পোস্টারে করা হয়েছে, সেটা নিয়ে অবশ্যই তদন্ত হওয়া উচিত বলে জানান ছোটনবাবু।

বাংলার বাড়িতে কাটমানি চাওয়ায় অভিযুক্ত আইএসএফ সদস্যের স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ উঠল আইএসএফ সদস্যের স্বামী মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরপরই স্থানীয় বিডিও ও থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেগঙ্গার নুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। দরিদ্র মানুষের কথা ভেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের টাকায় বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে দিয়েছেন। পাশাপাশি নির্দেশ দিয়েছেন কেউ টাকা চাইলে এক টাকাও দেবেন না। তারপরেও আইএসএফ পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী বাড়ি বাড়ি গিয়ে ১০, ১৫ হাজার করে কাটমানি চাওয়া নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, টাকা না দিলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ও অন্যান্য প্রকল্পের টাকা আটকে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বাংলার বাড়ির টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতেই কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ ঘিরে আইএসএফের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়েছেন পঞ্চায়েতের প্রধান নজরুল ইসলাম। অভিযোগ, কাটমানি টাকা না দিলে পরের কিস্তি টাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে। টাকা না দিলে সমস্ত সরকারের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে উপভোক্তাদের। এমনই নিদান দেগঙ্গার নুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের আইএসএফ সদস্যের স্বামী মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দেগঙ্গা থানা ও বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

দেগঙ্গার নুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহনপুর গ্রামের আইএসএফ পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামীকে বাংলার বাড়ি টাকা ঢুকলেই দিতে হবে ১০ ও ১৫ হাজার টাকার কাটমানি। প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতেই এই দুর্নীতির অভিযোগ। আবার দু' একদিনের মধ্যে টাকা ঢুকবে। আর তার মধ্যেই পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী বাড়ি বাড়ি গিয়ে দশ ও কুড়ি হাজার টাকা দিতে বলে। টাকা না দিলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে পরের কিস্তির টাকা পাবেন না আবার কোনও বাড়িতে গিয়ে বলছেন সরকারের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে।

উপভোক্তারা পঞ্চায়েত ও বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন বিরোধী রাজনীতি দল করেন তাই তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। তিনি কোনও উপভোক্তার কাছে টাকা চাননি। পঞ্চায়েত প্রধান নজরুল ইসলাম বলেন, তাঁর কাছে অনেকেই অভিযোগ করেছেন। বাংলার বাড়ির এক টাকাও কাউকে না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই টাকা কাউকে নিতে দেওয়া হবে না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনিও সতর্ক করে বলে দিচ্ছেন উপভোক্তাদের। পাশাপাশি তিনি বলেছেন, 'আমরাও দেখতে চাই কি করে সরকারি টাকা ও প্রকল্প আটকান সদস্যের স্বামী।'

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল বৈষ্ণবনগর থানার শুকদেবপুর এলাকায়। স্থানীয় শতাধিক গ্রামবাসীদের হুমকি চিৎকার বন্দে মাতরাম স্লোগান শুনে পিছু হাঁটে বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশের সদস্যরা (বিজিবি)।

মঙ্গলবার দুপুরে বাখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের শুকদেবপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত সড়ক বিভাগ, বিএসএফের সহযোগিতায় প্রায় ৫০ মিটার কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করার কাজ করছিল। কিন্তু ওই কাজের বাধা দেয় বিজিবি বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই ওই ঘটনার একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা। ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় শুকদেবপুরে গ্রামের বাসিন্দারা ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে ওপারের বাংলাদেশি এবং বিজেবি সদস্যদের তাড়াতে বন্দে মাতরাম স্লোগান তুলে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। সেই সব গ্রামবাসীদের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বিএসএফ। এরপরই কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

পুলিশ এবং বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুকদেবপুর এলাকার ওপারটি রয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শিবগঞ্জ থানা এবং মনকশা গ্রাম। শুকদেবপুর এলাকার এদিন প্রায় ৫০ মিটার ফেনসিং দেওয়ার কাজ চলছিল। সেখানে বাধা সৃষ্টি করে ওপারের কিছু মানুষ এবং বিজিবি। এরপরই সীমান্তবর্তী ওই গ্রামে শুকদেবপুরের বাসিন্দারা জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানাই। সেই মুহূর্তেই গ্রামবাসীদের প্রতিবাদ এবং হুমকিতেই পালিয়ে যান বিজেপি সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে ছিল বেশ কিছু বাংলাদেশিও।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী তার কাঁটাবিহীন উন্মুক্ত স্থানে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেছে বিএসএফ। এদিন যেখানে বেড়া দেওয়ার কাজ হচ্ছিল, তা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বলে দাবি করে বিজিবি। কিন্তু বিজেবির এই দাবি ভিত্তিহীন বলে পালটা জানিয়েছে ভারতীয় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী বিএসএফ। এদিন দু'পক্ষের মধ্যে আরও এক দফা আলোচনা হয়। সীমান্তের যে এলাকায় বেড়া দেওয়া হচ্ছে, তা ভারতের অংশ বলে বিজিবিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এরপর এর কাজ শুরু হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের।

সীমান্তের যে এলাকায় গোলমালের ঘটনা ঘটে, তা মালদার কালিয়াচক ৩নং ব্লকের অন্তর্গত বাখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। এলাকার পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির বলেন, ভারত সবসময় সার্বভৌমত্বের সম্মানের চেষ্টা করে এসেছে কিন্তু ভারতের মর্যাদার প্রতি কেউ যদি আঙ্গুল তুললে তাদের ছেড়ে কথা বলা হবে না। বিএসএফ কর্তৃপক্ষ দাঁড়িয়ে থেকে নতুন করে ওই এলাকায় ফেনসিং দেওয়ার কাজ শুরু করেছে।

রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। পুরো বিষয়টি দিল্লি সরকার দেখছে বিএসএফ কোনও অন্যায় দেখলে তারাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

রাস্তা তৈরিতে বেনিয়মের অভিযুক্ত পঞ্চায়েত, অস্বীকার উপপ্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডাল ব্লকের খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদুলি কুচিবেরা এলাকায় রাস্তার নির্মাণ নিয়ে উঠল বেনিয়মের অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, গোটা রাস্তাটি সম্পূর্ণ না করে রাস্তার একাংশ নির্মাণ করা হবে বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন। এরপরই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে ওই এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজু রাম, কবিতা পাণ্ডেরা জানান, কাজটির ওয়ার্ক অর্ডারে উল্লেখ রয়েছে কাজটি হওয়ার কথা ওই পাড়ার বিশ্বনাথ বাউরির বাড়ি থেকে মঙ্গল হেমব্রমের বাড়ি পর্যন্ত। ১৪৮ ফুট ঢালাই রাস্তাটি নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ৯৯,৯৭৫ টাকা। কবিতা পাণ্ডে বলেন, রাস্তাটির সামনের অংশ নির্মাণ হবে পেছনের অংশটি কাঁচা থাকবে বলে জানা যায়। এরকম হলে বর্ষাকালে পেছনের অংশে থাকা গরিব মানুষের মাটির বাড়িগুলি ভেসে যাবে আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান তিনি। ওয়ার্ক অর্ডারে যতটা রাস্তা নির্মাণের কথা উল্লেখ রয়েছে সম্পূর্ণ ততটাই কাজ করতে হবে বলে দাবি জানান তিনি। মঙ্গলবার বিষয়টি জানিয়ে অণ্ডালের বিডিও ও মহকুমা শাসকের কাছে গণস্বাক্ষর করে স্মারকলিপি দেন বাসিন্দাদের একাংশ ।

যদিও বাসিন্দাদের অনিয়মের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন খান্দরা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আসিশ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, যত টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেই টাকায় গোটা রাস্তাটি ঢালাই করা সম্ভব নয়। পরবর্তী সময়ে বাকি অংশের কাজ হবে। বিষয়টি না বুঝেই কেউ কেউ অনিয়মের অভিযোগ তুলছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানান তিনি।

গাছে জল সিঞ্চন করে বীরভূম জেলা সবলা মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, জেলাশাসক বিধান রায়, সাঁইথিয়ার বিধায়িকা নিলাবতি সাহা প্রমুখ। মঙ্গলবার থেকে সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে শুরু হওয়া স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সনিযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলা চলবে আগামী ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত।

মুখ্যমন্ত্রীর ছবি অবৈধ ভাবে ব্যবহারে লোনের প্রতিশ্রুতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি অবৈধভাবে পোস্ট করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অভিযোগ, তাঁর ছবি দেখিয়ে লোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। একটি অ্যাপের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় লোনের বিষয়টি প্রচার করা হচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসতেই এবিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে দলের তরফে।

জানা গিয়েছে, একটি অ্যাপসের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে ঋণ দেয়া হবে বলে প্রচার চালানো হচ্ছে। সেখানে উল্লেখ করা হচ্ছে সম্পূর্ণ সুদ ছাড়াই লোন দেয়া হচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসতেই এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মফিজউদ্দিন মিয়া বালুরঘাট সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেতেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে পুলিশের তরফে। মূলত কারা এর পেছনে রয়েছে, দ্রুত সেই বিষয়টি উদঘাটন করে তাদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা মফিজউদ্দিন মিয়া।

এ বিষয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মফিজ উদ্দিন মিয়া বলেন, 'আমাদের দলনেত্রীর ছবি ব্যবহার করে এটি অ্যাপ্স তৈরি করে মানুষকে প্রতারিত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ৪০ হাজার টাকা করে লোন দেওয়া হবে। দলের কিংবা আমাদের নেত্রীর অনুমতি ছাড়া এরকম ভাবে কোনও ছবি ব্যবহার করা যায় না। এটা একরকম আইনত অপরাধ। এই ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এই প্রতারণার যে চক্র, সেই চক্রকে চিহ্নিতকরণ করে তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এজন্যই এদিন আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করলাম দলের তরফে।'

খানাকুলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব! পুলিশ দিয়ে অনাস্থা কর্মাধ্যক্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ লোকসভায় তৃণমূল জয়লাভ করলেও একদিকে যেমন তৃণমূলের গোষ্ঠ দ্বন্দ্ব থেমে নেই তেমনি এবার খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ডামাডোল অবস্থা অব্যাহত। তৃণমূল তাদের দলীয় কর্মাধ্যক্ষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনছে আগামী ৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার। এই মর্মে কর্মাধ্যক্ষদের অনাস্থা সম্পর্কিত চিঠি পুলিশ দিয়ে বাড়িতে পৌছনো হচ্ছে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে।

খানাকুলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কঙ্কালসার চেহারা সামনে চলে আসায় বিরোধীরা তীব্র কটাক্ষ করছে। বিজেপির দাবি, খানাকুল এক নম্বর ব্লকে উন্নয়ন থমকে আছে তৃণমূলের জন্য। কাটমানি নিয়ে রোজ লড়াই চলছে তৃণমূল নেতাদের মধ্যে। কর্মাধ্যক্ষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা আবারও একটা নতুন নাটক। এই নাটককে সাধারণ মানুষ ভালো ভাবে দেখছে না। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জবাব দেবে।

বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, কেবল খানাকুল নয় গোটা রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছে। আর এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুধু কাটমানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে হচ্ছে। ভাগে কম পড়লেই অনাস্থা আনছে। এর প্রভাব পড়ছে উন্নয়নে। উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তবে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জবাব সাধারণ মানুষ দেবে। আমরা ওদের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে ক' বলব।

জানা গিয়েছে, খানাকুল পঞ্চায়েত সমিতিতে নতুন করে বোর্ড গঠন হয়েছে প্রায় দু'বছর আগে। এই পঞ্চায়েত সমিতির কিছু জনপ্রতিনিধির ক্ষোভ প্রায় এক - দু'বছর ধরে তাদের কোনও কাজেই অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি এর আগেও বোর্ডেও তাদের কিছু জনকে ৫ বছর ধরে হাতের পুতুল করে রাখা হয়েছিল। নতুন করে বোর্ড গঠনের পরও একই সমস্যার মধ্যে হয়েছে তাদের। অভিযোগ, খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হক ষড়যন্ত্র করে তাদের কোনও কাজ করতে দিচ্ছে না। তাই তারা নাকি স্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে পদত্যাগ করেন।

তাঁদের দাবি, কোনও স্থায়ী কমিটির মিটিং বা বর্ধিত মিটিং কোনওটাই ডাকা হয়নি বোর্ড গঠনের পর। যে কোনও বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও তাদের জানানো হয় না। তাই পূর্ত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে তা চূড়ান্ত হবে। সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ওই দিন নাকি নতুন করে স্থায়ী সমিতি গঠন ও কর্মাধ্যক্ষ গঠন হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ দিয়ে কেন শাসক দলের কর্মাধ্যক্ষকে নোটিশ ধরাতে হল।

এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায় বলেন, 'এই বিষয়ে কিছু জানি না। তাই কিছু বলতে পারব না।' খানাকুল এক পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মাধ্যক্ষ জামির আলি বলেন, 'চিঠি পেয়েছি। তবে এটা দুর্ভাগ্য। প্রথম থেকে দল করা কর্মীর বিরুদ্ধেও অনাস্থা।'

এই বিষয়ে খানাকুল ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি বলেন, 'হ্যাঁ আমি নোটিশ দিয়েছি। অনাস্থা এনেছি। পুলিশ দিয়ে নোটিশ দেওয়ার কারণ হল যাতে সুষ্ঠু ভাবে, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আর ওঁরা পাঁচ জন কোন সহযোগিতা করেন না। মিটিং এও আসেন না। তাই উন্নয়নের কাজেও বাধা এসে যাচ্ছে। তাই অনাস্থা এনেছি।'

দানের জমিতে পুরসভার উদ্যোগে পার্ক উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অবশেষে স্বপ্ন সফল হল সুপ্রকাশবাবুর, মানে সুপ্রকাশ সিনহার কারণ তিনি ভেবেছিলেন এখানে কোনও শিশুদের পার্ক নেই, পার্ক করতে পারলে ভালো হত। তাই তিনি শিশুদের খেলাধুলোর উদ্দেশ্যে জমি দান করলেন উত্তরপাড়া পুরসভাকে শিশুদের জন্য একটি পার্ক করে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপাড়া পুরসভা সুপ্রকাশবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সেই উপলক্ষে উত্তরপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে সেক্টর ২ তে পুরসভার তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠল শিশুদের পার্ক। তার নাম সুপ্রভা পার্ক। এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান করে শিশুদের পার্কের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন জমিদাতা সুপ্রকাশ সিনহা ও উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু কাউন্সিলর সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। এলাকার শিশুরা থেকে নবীন প্রবীণ বাসিন্দারা তারাও খুব খুশি এই পার্ক পেয়ে।

এ প্রসঙ্গে প্রবীণ সুপ্রকাশ সিনহা জানালেন, খুব ভালো লাগছে খুব বড় আনন্দের দিন। শিশুরা পার্ক পেয়ে খুব খুশি তারা আনন্দে খেলাধুলো করবে, স্বপ্ন বাস্তব হল। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'সুপ্রকাশবাবুকে অসংখ্যবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি পুরসভার পক্ষ থেকে। তিনি জমি দিয়েছেন শিশুদের জন্য পার্ক তৈরি করা হল। শিশুরা খেলাধুলো করবে খুব আনন্দের দিন। খুব ভালো লাগছে। তার সঙ্গে এটা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সবার সহযোগিতা চাই।'

সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'সুপ্রকাশবাবুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি পুরসভাকে জমি দিয়েছেন। শিশুদের জন্য পার্ক তৈরি হয়েছে। খুব ভালো লাগছে। শিশুরা খেলাধুলো করবে। এখানে একটা পার্কও দরকার ছিল তা বাস্তব হল।' এলাকার কাউন্সিলর মানসী সিংহ বলেন, 'সুপ্রকাশবাবুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তিনি পুরসভাকে জমি দিয়েছেন। শিশুদের জন্য পার্ক তৈরি করা হয়েছে, শিশুরা আনন্দে খেলাধুলো করবে। খুব আনন্দের দিন চেয়ারম্যানকে ও সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ও মানিক সিংহকে ধন্যবাদ জানান উপস্থিত ছিলেন সুপ্রকাশবাবুর ভাই ও বোন, অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এলাকার কাউন্সিলর মানসী সিংহ সহযোগিতায় মানিক সিংহ ও মিতা ধর।

নেতাই দিবসে তৃণমূলে সমন্বয়ের অভাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নেতাই গণহত্যা কাণ্ডের শহিদ ও আহত অনেক পরিবারের সদস্যদের ছাড়াই মঙ্গলবার নেতাই দিবস পালিত হয়েছে। অনুপস্থিত আহত এবং নিহত পরিবারের অনেকেরই অভিযোগ, তাদের জানানোই হয়নি। আগে থেকে কোনও আলোচনা না করায় গ্রামবাসীদেরও অনেককেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি।

এভাবে নেতাই দিবস পালনকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। নেতাইয়ের শহিদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির অভিযোগ, এবছর শহিদ দিবস পালন অনুষ্ঠানের জন্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে উদ্যোগী ভূমিকা নেওয়া হয়নি। যারা প্রতিবছর এই অনুষ্ঠানের আয়জনে করে থাকেন তাদের অনেকেই অনুপস্থিত। ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, নেতৃত্বের অনুপস্থিতি এবং লোক না থাকায় অনুষ্ঠান শুরু হয় ১১টার পর। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন জয়প্রকাশ মজুমদার, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, বীরবাহা হাঁসদা, বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, দুলাল মুর্মু, সুজয় হাজরা ও অন্যান্য তৃণমূল নেতারা।

লোক না হওয়া প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'আমরা মাইকে নাম ধরে ধরে সবাইকে ডেকেছি।' সমন্বয়ের অভাব প্রসঙ্গে বন প্রতিমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদাও বলেন, 'সবাইকে নিয়েই শহীদ তর্পণ অনুষ্ঠান করেছি, সবার নাম ধরে ডাকা হয়েছে।' নাম ধরে ডাকা হলেও সবাই যে উপস্থিত ছিলেন না তা আহত ও নিহতর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। আহত সংকীর্তন রায় ও হংস রায় ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, 'অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাদের কিছু জানানো হয়নি। শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান হওয়ার আগে প্রতিবছর যেভাবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করা হত এবার তা হয়নি। তাই অনুষ্ঠানে যাইনি।' বিজেপির লালগড়ের মণ্ডল সভাপতি অনুপ মাহাতো বলেন, নেতাই তৃণমূলের সঙ্গে নেই। শুভেন্দু অধিকারী আলাদা করে আসবেন শহিদদের শ্রদ্ধা জানাবেন।

স্পিড বোটে জিরো পয়েন্ট লাগোয়া এলাকা পরিদর্শন রাজ্যপাল বোসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: সীমান্ত সুরক্ষা দেশের নিরাপত্তা জন্য যে কোনও পরিস্থিতিতে প্রস্তুত আছে বিএসএফ। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বাঁকড়া ১১৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের আমার গ্রাম সামাজিক প্রকল্পে এসে রাজ্যপাল এমনই মন্তব্য করেন। আরও বলেন, সীমান্তে বিএসএফ তৈরি আছে যে কোনও কিছু মোকাবিলার জন্য জওয়ানরা প্রস্তুত একদিকে স্থলপথে অন্যপথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী কড়া নজরদারি দিচ্ছে। আমাদের সৈনিকরা যে কোনও বিষয়বস্তু থাকে তা হলে কি বাংলাদেশের সম্প্রীতিককালের ঘটনায় ঘুরিয়ে বাংলাদেশকে সতর্ক করলেন মঙ্গলবার দুপুর তিনটা নাগাদ বাঁকড়ার ক্যাম্প বিশেষ নিরাপত্তা নিয়ে কালিন্দী নদী স্পিড বোটে করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জিরো পয়েন্ট লাগোয়া এলাকা পরিদর্শন করেন।

পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষা খতিয়ে দেখেন ১১৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে সীমান্ত নজরদারি নিয়ে তাদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলাপচারিত হয়। সুন্দরবনে বাংলা সংস্কৃতি ধামসা মাদলের তালে নিত্য ঝুমুর গানের সুরে মুগ্ধ রাজ্য গভর্নর সিভি আনন্দ বোস মঙ্গলবার সুন্দরবনের বাঁকড়া ১১৮ নম্বর ডিউটিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মেডিক্যা ল ক্যামসহ একাধিক যেসব ক্যাম্প আছে সেগুলো পরিদর্শন করেন ক্যাম্পের বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি হওয়ায় ঝুমুর পাতা নাচ ধামসা মাদলের তালে গান শুনলেন সিভি আনন্দ বোস। মঞ্চে বসে প্রায় একঘণ্টা বাংলার সংস্কৃতি কৃষ্টির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেন। মুখে হাসি হাততালির মধ্য দিয়ে অভিনন্দন জানালেন বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতিকে।

গোরু চুরি রুখতে থানায় স্মারকলিপি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: পর পর চুরি যাচ্ছে গোরু। গোরু চুরি রুখতে অণ্ডাল থানার আধিকারিককে স্মারকলিপি দিল বিজেপি। সম্প্রতিককালে চুরি যাওয়া গোরুগুলি উদ্ধারের পাশাপাশি এই কাজে যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে তারা।

সাম্প্রতিককালে অণ্ডাল ব্লকের উখরা গ্রাম এলাকায় বেড়েছে গরু চুরির প্রবণতা। গর্ত অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখ স্থানীয় বাসিন্দা বাহারুল ইসলামের দু'টি গোরু উখড়া বাজার থেকে চুরি হয়। নভেম্বর মাসে একই ভাবে আরও দু'টি গোরু চুরি হয় বাজার এলাকা থেকেই। অতি সম্প্রতি মায়া রুইদাস নামে এক মহিলার গোয়াল ঘর থেকে গোরু চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। বাজারে গোরু চুরির ঘটনা দু'টি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। দেখা যায় গভীর রাতে মহিন্দ্রা পিকআপ ভ্যান নিয়ে দুষ্কৃতীরা হানা দেয় বাজারে। গোরুগুলোকে সেই পিকআপ ভ্যানে চাপিয়ে তারা চম্পট দেয় এলাকা থেকে। সিসিটিভি ফুটেজে দুষ্কৃতীদের ছবিও ধরা পড়ে। উখড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

কিন্তু দুষ্কৃতীদের ধরতে পুলিশ ব্যর্থ হয় বলে অভিযোগ করেন বিজেপি দলের আসানসোল সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, সংগঠিত ভাবে এলাকায় গোরু চুরির ঘটনা ঘটছে। এর পেছনে কোনও গোরু পাচারচক্র জড়িত আছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। মঙ্গলবার এই বিষয়ে অণ্ডাল থানার আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি দেওয়া হয় বিজেপি দলের পক্ষ থেকে। চুরি যাওয়া গোরু উদ্ধার ও চুরি চক্রে জড়িত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান শ্রীদীপবাবু।

মঙ্গল কামনায় মাজারে চাদর চড়ালেন অনুব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: রাজ্য তথা দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করে পাথর চাপুরি দাতা সাহেবের মাজারে চাদর চড়ালেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ও তার কন্যা সুকন্যা মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী। মঙ্গলবার দুপুরে কন্যা সুকন্যাকে নিয়ে দাতা সাহেবের বাজারে আসেন অনুব্রত মণ্ডল। কন্যার হাতে মায়ের ছবিও। অনুব্রত এবং তার কন্যাকে দেখতে ভিড় জমে যায় মাজার চত্বরে।

উড়ালপুল তৈরিতে বিচ্ছিন্ন ২০টি গ্রাম, আন্ডারপাসের দাবিতে অবরোধ-ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: উড়ালপুল তৈরি হওয়ায় বিষ্ণুপুর শহরের সঙ্গে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে রেল লাইনের অপর পাড়ে থাকা প্রায় ২০টি গ্রাম। আন্ডারপাস তৈরির দাবিতে বারংবার রেল ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। আর তার জেরে এবার ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ওই ২০টি গ্রামের স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর স্টেশনের কাছে দীর্ঘদিন ধরে একটি রেল ফটক ধরে বিষ্ণুপুর শহরে যাতায়াত করতেন রেল লাইনের অপর পাড়ে থাকা কুসুমবনি, ঝরিয়া, বনকাটি, কামারবাঁধ, হারাবতি, দ্বাদশবাড়ি, কাঁটাবাড়ি সহ প্রায় ২০টি গ্রাম। এই গ্রামগুলির মানুষ শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য সমস্ত বিষয়েই নির্ভরশীল বিষ্ণুপুর শহরের ওপর। এতদিন রেল ফটক দিয়ে সহজেই বিষ্ণুপুর শহরে যাতায়াত করত ওই গ্রামগুলির স্কুল কলেজ পড়ুয়া থেকে কৃষিজীবী মানুষজন। কিন্তু বছর খানেক আগে সেই রেল ফটক বন্ধ করে সেখানে উড়ালপুল চালু করা হয়। আর এতেই চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েন ওই ২০টি গ্রামের মানুষ।

উড়ালপুল দিয়ে রেল লাইন পারাপার করতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। অগত্যা অনেক ঘুরপথে গ্রামগুলির স্কুল কলেজ পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ নিত্যদিনের প্রয়োজনে বিষ্ণুপুরে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। অবিলম্বে উড়ালপুল সংলগ্ন এলাকায় আন্ডারপাস তৈরি করার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন ওই গ্রামগুলির বাসিন্দারা। বারংবার দাবি পূরণের জন্য রেল ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু তারপরেও দাবীপূরণ না হওয়ায় আজ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বিষ্ণুপুরের উড়ালপুলের মুখে রাস্তায় বসে অবরোধ শুরু করে স্থানীয় স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। আন্ডারপাসের লিখিত প্রতিশ্রুতি না মেলা পর্যন্ত জাতীয় সড়ক অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। সকাল থেকে অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় ব্যস্ততম ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়।

‘ক্রিকেটবিশ্বকে দেখাতে তৈরি’ শামি

ইংল্যান্ড সফরেই কি দলে বাংলার পেসার?

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপের পর থেকে আর জাতীয় দলে দেখা যায়নি মহম্মদ শামিকে। চোটের কারণে দীর্ঘ দিন বাইরে থেকেছেন। অস্ত্রোপচার হয়েছে। সুস্থ হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরলেও জাতীয় দলে জায়গা পাননি। শোনা গিয়েছিল, অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষ দু’টি টেস্টে তিনি খেলতে পারেন। কিন্তু তা-ও হয়নি। আবার ভারতীয় দলে ফিরতে তৈরি শামি। নেটে ঘাম ঝরাচ্ছেন পেসার। ইংল্যান্ড সফরেই কি আবার জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হবে শামির?

সমাজমাধ্যমে নিজের একটি ভিডিয়ো দিয়েছেন শামি। ২৭ সেকেন্ডের সেই ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, একের পর এক বল করছেন তিনি। একই রকম গতি। একই রকম লাইন, লেংথ। বেশ কয়েকটি বলে উইকেটও ভেঙে দেন তিনি। ভিডিয়োর ক্যাপশনে শামি লেখেন, গতি ও আবেগের মিশেলে ক্রিকেটবিশ্বকে দেখাতে তৈরি। শামিকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, পুরো দমে বল করছেন তিনি। কোনও সমস্যা হচ্ছে না বাংলার পেসারের।

চোট সারিয়ে ফিরে বাংলার হয়ে রঞ্জি, সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হজারে ট্রফি খেলেছেন শামি। তবে সব ম্যাচে দেখা যায়নি তাঁকে। বাংলাও তাঁকে বিশ্রাম দিয়ে খেলিয়েছে। দেখে বোঝা গিয়েছে, কোনও রকমের ঝুঁকি নিতে চায়নি তারা। টেস্টে না খেললেও সাদা বলের ক্রিকেট খেলতে পারেন শামি। কারণ, সেখানে ধকল অনেকটাই কম। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সেই প্রতিযোগিতার জন্য শামির নাম ভাবা হচ্ছে। তেমনটা হলে প্রস্তুতির জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজেই জাতীয় দলে দেখা যেতে পারে তাঁকে। শামি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি তৈরি।

সদ্য অস্ট্রেলিয়ার কাছে টেস্ট সিরিজ হেরেছে ভারত। সেখানে শামির অভাব বোঝা গিয়েছে। তাঁর খেলা নিয়ে বার বার জল্পনা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শামি খেলেননি। শামির ফিটনেস নিয়ে বিসিসিআইয়ের লুকোচুরিতে ক্ষুব্ধ রবি শাস্ত্রী। তাঁর প্রথম প্রশ্ন, এত দিন সময় পেয়েও কেন শামিকে ফিট করে তোলা গেল না? তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন, শামির ফিটনেস নিয়ে কেন স্পষ্ট করে কিছু বলা হল না? কেন গোটা অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ই শামির খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করে রাখা হল?

শাস্ত্রীর মতে, শামিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতীয় দলের দায়িত্বে থাকলে ফিট না হওয়া শামিকে নিয়েই অস্ট্রেলিয়ায় যেতেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। শাস্ত্রী বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় শামির অভাব অনুভূত হয়েছে। এটা নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। সত্যি বলতে, আমি বেশ অবাক হয়েছি। শামিকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে নানা খবর বেরোচ্ছিল। অথচ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড প্রকাশ্যে কিছু জানাচ্ছিল না। জানি না জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে এত দিন ধরে কী করছে শামি? ঠিক কী হয়েছে ওর? কত দিন লাগবে ওর সুস্থ হতে? বোর্ড কিছুই ঠিকঠাক জানায়নি। শামির মতো বোলারকে আমি অবশ্যই অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাতাম।

ফিট না-হওয়া শামিকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে গিয়ে কী করতেন? শাস্ত্রী বলেছেন, শামিকে দলের সঙ্গে রাখতাম। দলের সঙ্গে থেকেই ফিট হয়ে উঠতে পারত। ভারতীয় দলের ফিজিয়োর অধীনে থাকত। দরকার পড়লে অস্ট্রেলিয়ার সেরা ফিজিয়োদের দেখাতে পারতাম। বিশ্বের সেরা ফিজিয়োদের অনেকে অস্ট্রেলীয়। চোখের সামনে থাকত। তাতে পরিকল্পনা করতে অনেক সুবিধা হত।

শাস্ত্রী আরও বলেছেন, সিরিজের মাঝপথে অন্তত শামিকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো যেত। সত্যি খুব অবাক হয়েছি। দলের সঙ্গে থাকলে হয়তো শেষ টেস্টটা খেলতে পারত। নীতীশ কুমার রেড্ডিকে দিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে হত না। এটা বোঝা উচিত, শামি পুরো ফিট না থাকলেও দিনে কয়েকটা ওভার বল করতে পারে। দলে তো আরও বোলার আছে। শামিকে বাড়তি চাপ না দিয়েও খেলানো যেত। ওর কয়েকটা ওভারই পার্থক্য তৈরি করে দিতে পারে।” এখন দেখার, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জাতীয় দলে শামি ফেরেন কি না।

প্রশ্নের মুখে পড়বেন রোহিত? ভবিষ্যৎ কি আগরকরের হাতে?

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের লজ্জার হার। ১-৩ ব্যবধানে সিরিজ হেরে যান রোহিত শর্মারা।

অধিনায়ক হিসাবে ব্যর্থ তিনি। প্রথম টেস্ট খেলেননি, শেষ টেস্ট থেকে নিজেই সরে যান। মাঝের তিন টেস্টে ব্যাট হাতেও রান করতে পারেননি। সেই রোহিতের সঙ্গে কথা বলতে পারেন বোর্ড সচিব দেবজিত সাইকিয়া। সেই বৈঠকে থাকতে পারেন নির্বাচক অজিত আগরকরও।

শেষ টেস্টে রোহিত না খেলার পরেই তাঁর অবসর নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে যায়। যদিও টেস্টের মাঝে সাক্ষাৎকার দিয়ে রোহিত নিজেই ঘোষণা করেন যে, তিনি এখনই অবসর নিচ্ছেন না। তাঁর সেই সাক্ষাৎকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না বোর্ড। রোহিতকে আগামী দিনে টেস্ট দলে রাখা হবে কি না, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নির্বাচক প্রধান আগরকর। এক সংবাদমাধ্যমকে বোর্ডের এক কর্তা বলেন, রোহিত নিজেকে বসিয়ে চেষ্টা করছিল দলকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে তোলার। আগামী দিনে ও নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারে কি না সেটা নির্ভর করবে রোহিতের পারফরম্যান্সের উপর। তবে আগরকর এবং বাকি নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত হবে রোহিতকে দলে রাখার ব্যাপারে।

রোহিত শেষ পাঁচটি ইনিংসে মাত্র ৩১ রান করেছেন। তাঁর গড় ৬.২০। তবে লাল বলের ক্রিকেটে রোহিতের পারফর্ম্যান্স সদ্য খারাপ হয়েছে এমন নয়। শেষ ৮ ম্যাচে তিনি ১৬৪ রান করেছেন। গড় ১০-এর সামান্য বেশি। ব্যাটার হিসাবে রোহিত সফল হতে না পারলে তাঁকে শুধু অধিনায়ক হিসাবে দলে রাখতে চাইবেন না নির্বাচকেরা।

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-12 of 2024-25 (1st call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Laying of Pipe line (DI-K9/MS) for supply clear water from DTW-Pump House to OHR inlet Point and Connection with Existing distribution line. At ward No. 15 & 22 within basirhat Municipal Area. e-Tender **Start Date : 08.01.2025 at 9.00 am Closing Date : 22.01.2025 upto 9.00 am** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-11 of 2024-25 (1st call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Supplying & Laying of Distribution pipe line (D.I.Pipes, All types and Class) including supply of DI Specials and temporary Road restoration for Water Supply Scheme in Zone A & B within Basirhat Municipal area in the District North 24 Parganas under AMRUT. **e-Tender Start Date : 08.01.2025 at 9.00 am Closing Date: 22.01.2025 upto 9.00 am** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

NIT No. 05/2024-25 & 06/2024-25, DT. 06/01/2025
E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. Construction of hanging seed bed & Azolla Production unit under RKVY (New Projects) at Bhagwankhali farm under WBCADC,Tamluk Project. F.Y-2024-2025. Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from **08/01/2025**. Tender ID: **2025_PRD_795462_1 & 2025_PRD_796320_1.** Bid submission end date for the following works **17/01/2025 at 16:30 hrs.** Estimated Cost **Rs. 366159.00 & 197930.00**
SD/-
Officer In-Charge WBCADC, Tamluk Project
Dept. of P & RD,
Govt. of WB
Mob No: 9732597683, 9434667766

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/037(e)/2024-25 dt. 07.01.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Operations and preventive maintenances of one no. 3000 ltrs. & 3200 ltr. capacity Cesspool Emptier machine. Documents download start date & Bid submission start date- **08.01.2025.** Bid Submission Closing Date- **18.01.2025.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division
TENDER NOTICE
For and on behalf of Panchayats and Rural Development Department, Govt. of West Bengal, The Executive Engineer, **WBSRDA, South 24 Parganas Division** invites percentage rate **i) e-NIT No: 13/EE/WBSRDA/ S24/PHED/2024-25 (2nd Call) dt. 07.01.2025** for **Restoration of 3 nos. of road & ii) e-NIT No: 14/EE/WBSRDA/S24/SF/2024-25 dt 07.01.2025 for Repair of 2 nos. of Road.** The **Last date of bid submission for two numbers of NITs are 24.01.2025 at 17:30 hours.** Details of which may be viewed in the Website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

রাজঘাটে তৈরি হবে প্রণবের স্মৃতিসৌধ

প্রধানমন্ত্রীর ‘উপহারে’ আপ্লুত শর্মিষ্ঠা

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি: রাজঘাটে তৈরি হবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধ। নতুন বছরে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের। ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়ে প্রণবের পরিবারকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। প্রণবকন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় ‘অপ্রত্যাশিত’ এই উপহারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের চিঠি শেয়ার করেছেন শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। গত ১ জানুয়ারি প্রেরিত ওই চিঠিতে কেন্দ্রের তরফে প্রণবের পরিবারকে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির স্মৃতিসৌধ তৈরির জন্য রাজঘাট এলাকার মধ্যেই রাষ্ট্রীয় স্মৃতি কমপ্লেক্সের একটি জমি বাছা হয়েছে। কেন্দ্রের চিঠি পাওয়ার পর প্রণবকন্যা শর্মিষ্ঠা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। এদিন সোশাল মিডিয়ায় মোদিকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি।

সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সমাধি নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই প্রণবকে নিয়ে নতুন করে বিতর্ক উসকে দেন শর্মিষ্ঠা। কংগ্রেসকে চড়া সুরে আক্রমণ করে তিনি বলে দেন, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর স্মৃতিসৌধ দূরের কথা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকে ন্যূনতম শোকপ্রস্তাবও দেওয়া হয়নি। শর্মিষ্ঠা বলেন, ‘বাবা যখন মারা গেলেন কংগ্রেস শোকপ্রকাশের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকারও প্রয়োজন বোধ করেনি।’ শুধু তাই নয়, এ নিয়ে কংগ্রেসের তরফে মিথ্যাচার করা হয় বলেও অভিযোগ করেছেন শর্মিষ্ঠা। একই সঙ্গে তাঁর মুখে নরেন্দ্র মোদির প্রশস্তিও শোনা যায়। ঠিক তার পরই প্রণববাবুর স্মৃতিসৌধ তৈরির সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। বস্তুত, প্রণব মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসে যোগ্য সম্মান পাননি, এ অভিযোগ নতুন নয়। ২০০৪ সালে প্রণববাবুর বদলে মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই প্রণবঘনিষ্ঠরা মনে করেন, তাঁর প্রতি বঞ্চনা হয়েছে। পরে মনমোহন সিং নিজেও স্বীকার করেছেন, সে সময় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন প্রণবই। যদিও পরে প্রণববাবু রাষ্ট্রপতি হন। তবে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও সুসম্পর্ক ছিল প্রণববাবুর। পরে ২০১৯ সালে তাঁকে ভারতরত্নও দেয় কেন্দ্র। এবার প্রণববাবুর স্মৃতিসৌধও তৈরি করতে চাইছে মোদি সরকার।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে উৎখাত করতে চায় বিজেপি

অভিযোগ আতিশীর

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে তাঁকে উৎখাত করতে চায় বিজেপি। এমনই অভিযোগ তুললেন আতিশী মারলেনা। তাঁর অভিযোগ, দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই নাকি কেন্দ্রের কাছ থেকে বাড়ি খালি করার নোটিস পেয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার আতিশী অভিযোগ করেন, গত তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বার তাঁর জন্য বরাদ্দ ৬, ফ্ল্যাগ স্টাফ রোডের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বাতিল করেছে। আতিশীর দাবি, ‘আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলাম, তখন বিজেপি আমার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। ওরা আমাদের বাড়ি ছিনিয়ে নিতে পারে, আমাদের কাজে বাধা দিতে পারে কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করার আমাদের যে আবেগ, সেটা থামাতে পারবে না।’ বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হলেও তিনি পিছুপা হবেন না, এমন ইঙ্গিত দিয়ে আতিশী বলেন, ‘প্রয়োজন পড়লে আমি দিল্লির মানুষের বাড়িতে থাকব। সেখান থেকেই দিল্লিবাসীর জন্য কাজ করে যাব।’

কেন্দ্রের নোটিসে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে দু’টি বাসভবনের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়েছে। একটি রাজ নিবাস রোডে, অন্যটি দরিয়াগঞ্জ আনসারি রোডে। তবে এ ব্যাপারে দিল্লি সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সংস্কার নিয়ে তদন্ত চলছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ২০২০-২২ সালের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন সংস্কার করানো হয়। অভিযোগ, কেজরিওয়ালের আমলে ৩৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সংস্কার করা হয়। তার মধ্যে শুধু পর্দাই বসেছে ৯৬ লক্ষ টাকার। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ক্যাগ)-র রিপোর্ট তুলে ধরা হয়েছিল। রান্নাঘরের জিনিসপত্রের জন্য খরচ করা হয়েছে ৩৯ লক্ষ টাকা। রেশমের কার্পেটের জন্য খরচ হয়েছে ১৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। যা নিয়ে বার বার আম আদমি পার্টি (আপ)-কে নিশানা করেছে বিজেপি।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency / Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2095, Dt. 03/01/2025** for **Civil Works of this Municipality, Tender ID: 2025_MAD_795299_1,** Last Date of Bid Submission **17/01/2025 at 17.00 Hrs.**
Sd/-
Kamal Adhikary
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
RE-TENDER
Tender No. KDHM/30/RB/3rd Call/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_766024_3
Categories of Work: Installation of Water cooled Inverter Chiller. Last date of Submission of Tender **24.01.2024.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

Chakdaha Municipality
NOTICE
A Corrigendum regarding Tender Cancellation have been published for Tender ref. **No-WBMAD/CM/WS/NIT-3 (2nd Call)/2024-25 & Tender ID 2024_MAD_778209_1.** For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

TENDER
In reference to the tender advertisement dated 24th December 2024, **Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math** has extended the date for submitting sealed tenders by the eligible proprietors.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in**

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No. KDHM/38/WS/24-25 E-Tender ID: 2024_MAD_796249_1
Categories of Work: Pipe Line Interconnection. Last date of Submission of Tender **16.01.2025.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/HFA/NIT-31/2024-25** for **“Construction of Informal Market at different Wards within Krishnanagar Municipality.”** and WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-32/2024-25 for **“Construction of Storm Water Drainage at B. D Mukherjee lane in Ward no – 24 under Krishnanagar Municipality.”** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2025_MAD_795409_1 to 2025_MAD_795409_6 & 2025_MAD_796030_1.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

OFFICE OF THE
RAMPARA-II GRAM PANCHAYAT
P.O- REJINAGAR ✹ P.S. – REJINAGAR ✹ DIST- MURSHIDABAD
TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: -10/Rampara-II GP/2024-25, 11/Rampara-II GP/2024-25 & 12/Rampara-II GP/2024-25,** With Vide Memo **No. 03/Ram-II GP/2024-25, 04/Ram-II GP/2024-25 & 05/Ram-II GP/2024-25, Dated: - 06-01-2025,** The Last date for online submission of tender is **14/01/2025 upto 02.00 P.M.** For details, please visit website: - **htpps://wbtenders.gov.in**
Sd/ Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

BASULDANGA GRAM PANCHAYAT
DIAMOND HARBOUR-I BLOCK
DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PARGANAS
On behalf of Basuldanga Gram Panchayat of Diamond Harbour I block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide NIT No 1905 BGP UNTIED 12 Nos Scheme under 15th CFC of Basuldanga Gram Panchayat Dated **07/01/2025**. Details are available in the website wb **tenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
BASULDANGA GRAM PANCHAYAT

Notice Inviting Tender
E-Tender is being floated on **NIT ID–DMPAM/DIC/e-NIT/ 16/2024-25 DATED 06.01.2025** for inviting appropriate Bidder to supply and install tools and equipments in Balarampur Paper product Mfg Cluster & REH Industrial Cooperative Society Ltd Schedule- Uploading NIT documents on **08.01.2025.** Last date of submission of Bid on **22.01.2025**
Sd/-
General Manager,
District Industries Centre,
Paschim Medinipur

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has invited by the undersigned for 8(eight) nos. schemes bearing **NIeT No.- 07/SU/2024-25, Office Memo No.: 01/SU, Date: 06.01.2025 (Tender ID No : 2025_ZPHD_795343_1 to 2, 2025_ZPHD_795343_4 to 7)** and **NIeT No.- 06/SU/2024-25, Office Memo No.: 06/SU, Date: 06.01.2025 (Tender ID No : 2025_ZPHD_795793_1 to 2)** for Construction of Children’s Park, CC Road, Masonry Drain and Jal Satra. Online bid submission commences on and from **07.01.2025 at 15.00 hours till 14.01.2025 at 15.00 hours.** For more details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 232 to 235/2024-2025, Dated- 07-01-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Jalpaiguri, Purba Mednipur, North 24 PGS and Malda District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **08-01-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **14-01-2025 and 24-01-2025 upto 3.00 pm**
Date: 07.01.2025 **Sd/- Executive Engineer**

আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু সিরিয়ায়

দামাস্কাস, ৭ জানুয়ারি: সিরিয়ার দামাস্কাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল আবার শুরু হয়েছে। গত মাসে বিদ্রোহীরা দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সরকারকে উৎখাতের পর দেশটির গুরুত্বপূর্ণ এ বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এদিন দামাস্কাস বিমানবন্দরে কাতার থেকে ফ্লাইটে যাত্রীরা নামার পর সেখানে আনন্দ-উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। দামাস্কাস বিমানবন্দরের পরিচালক আনিস ফালাও বলেন, ‘আজ নতুন করে সবকিছু শুরু হল। আমরা ফ্লাইট আগমন ও বহির্গমন শুরু করেছি।’ দামাস্কাস বিমানবন্দর থেকে প্রথম ফ্লাইট গিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায়। সোমবার স্থানীয় সময় বেলা একটার দিকে কাতারের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইট দামাস্কাস বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

গত রবিবার ফ্লাইট চালুর বিষয়টি জানিয়ে সিরিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল ও পরিবহণ কর্তৃপক্ষের প্রধান আশহাদ আল-সালিবি জানান, রাজধানী দামাস্কাস ও আলেপ্পো বিমানবন্দরে ফ্লাইট চালুর কাজ শুরু হয়েছে। এ দু’টির বন্দর আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ওঠানামার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। বাশার সরকারের পতনের পর সিরিয়ার ওপর থেকে কিছু নিষেধাজ্ঞা সাময়িক সময়ের জন্য প্রত্যাহার করছে আমেরিকা। সিরিয়ার শাসনকাজ যেন চলমান থাকে এবং দেশটির জরুরি সেবাগুলো যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সে জন্য আগামী ছ’মাস নিষেধাজ্ঞাগুলো স্থগিত থাকবে। আমেরিকার অর্থ দপ্তর গত সোমবার এমন ঘোষণা করেছে।

দপ্তরের উপমন্ত্রী ওয়ালি অ্যাডেয়েমো বলেছেন, রাশিয়া ও ইরানের সমর্থন পাওয়া বাশার আল-আসাদের নৃশংস ও নিপীড়নমূলক শাসনের পতন হওয়ার পর সিরিয়া ও দেশটির মানুষের সামনে সবকিছু নতুনভাবে গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। পরিবর্তনের এই সময়ে সিরিয়ায় মানবিক সহায়তা ও দায়িত্বশীল শাসনের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাবে আমেরিকা। আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞাগুলো প্রত্যাহারের জন্য দেনদরবার করছে সিরিয়ার ইসলামপন্থী অন্তর্বর্তী সরকার। তবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে আমেরিকা সহ অন্য দেশগুলো। তাদের ভাষ্য, নতুন সরকার কী ভাবে ক্ষমতার ব্যবহার করছে, তা দেখার পরই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি ভাববে তারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ৮ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

শীতে নিভৃত অবসর কাটানোর সেরা ছয় ঠিকানা

বড়ন্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জানুয়ারি পড়ে প্রায় মাঝামাঝি হতে চললো। এদিকে শীতে বেড়ানোর জায়গা নিয়ে অনেকেই সিদ্ধান্তও নিতে পারছেন না কোথায় যাওয়া যায়। কারণ, বর্তমানে সবথেকে বড় প্রতিবন্ধক হল অর্থ। তবে কলকাতার আশেপাশে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে দু-তিনদিনের জন্য স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসাই যায়। আর এই জায়গাগুলি যে শুধু বন্ধু বান্ধবের সঙ্গেই যেতে হবে তাও নয়, পরিবারের সাথে ঘোরার জন্য সেরা। আর এই সব জায়গায় এলে এখানকার প্রকৃতি আপনার শরীর ও মন দুই ভাল হয়ে যাবে এটাও হলফ্ করে বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলে রাখি, গ্রীষ্মকালে এই জায়গাগুলো দেখতে সুন্দর ঠিকই। তবে শীতের সময়ে এখানে ঘুরতে যাওয়ার মজাই আলাদা।

এই তালিকার একদম প্রথমেই থাকবে বড়ন্তির নাম।

বড়ন্তি

হালকা শীতে 'লাল-পাহাড়ির দেশে' কোনও এক শনি-রবিতে নিভৃতে ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ জায়গা এই বড়ন্তি। প্রকৃতির কোলে শাল-শিমূল, মহুয়া, পলাশ, পিয়াল, সেগুন সব ধরনের গাছের বনের মধ্যিখানে ছোট্ট একটা জায়গা যেন আমাদের জন্যই তৈরি করে রেখেছে পুরুলিয়া। বড়ন্তির এই প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করবেন পরিবারের প্রতিটি সদস্যই।

কীভাবে যাওয়া হবে?

নিজের গাড়িতে না গেলে শিয়ালদহ বা হাওড়া থেকে আসানসোলগামী যে-কোনও ট্রেনে চেপে বসুন। আসানসোল থেকে আদ্রা এবং আদ্রা থেকে সামান্য পথ বড়ন্তি।

কোথায় থাকবেন?

পলাশবাড়ি ইকোলজিক্যাল রিসোর্ট থাকার জন্য বেশ ভালো। রাত কাটাতে হলে মোটামুটি ১,০০০ টাকা থেকে ২,০০০ টাকা মাথা পিছু খরচ হতে পারে প্রতিদিন ঘর ভাড়া হিসেবে। এছাড়া মানভূম হলিডে হোমও থাকার জন্য বেশ ভালো।

এরপরেই আসবে হেনরি আইল্যান্ডের কথা

হেনরি আইল্যান্ড

হেনরি আইল্যান্ড ম্যানগ্রোভ ঘেরা শান্ত, নিরিবিলি সমুদ্র সৈকতে শীতে বেড়ানোর জন্য দারুণ এক জায়গা। বকখালির একেবারেই কাছে নির্জন এক জায়গা। কলকাতা থেকে এর দূরত্ব মাত্র ১৩০ কিলোমিটার। লোকাল ট্রেনে করে ৩ ঘণ্টায় নামখানা পৌঁছে, সেখান থেকে সড়কপথে সহজেই পা রাখা যায় হেনরি আইল্যান্ডে। সুন্দরবনের পশ্চিমদিকে পশ্চিমবঙ্গের সেরা বিচ রিসর্ট রয়েছে এখানে। আর দেরি না করে এই শীতে হেনরি আইল্যান্ড ঘুরে আসুন প্রিয়জন বা পরিবারকে নিয়েও।

কিভাবে যাবেন?

শিয়ালদহ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল বা নামখানা লোকাল ধরে নামখানা স্টেশনে নেমে গাড়িতে সোজা

হেনরি আইল্যান্ড

হেনরি আইল্যান্ড।

কী কী দেখবেন?

রোজকার ব্যস্ততাকে নিজের জীবন থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলে এমন অফবিট জায়গা উইকেন্ডের জন্য পারফেক্ট। সবুজ ম্যানগ্রোভ, পায়ের নিচে সমুদ্রের ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ, রাতের বেলায় বনফায়ার, সব মিলিয়ে এক দারুণ প্রাপ্তি।

এই তালিকায় তৃতীয়ে নাম থাকবে অবশ্যই গনগনির।

গনগনি

গনগনি বর্তমানে একটি জনপ্রিয় ভ্রমণ গন্তব্য

গনগনি

কলকাতাবাসীর কাছে। অনেকেই কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে শিলাবতী নদীর ধারে অবস্থিত এই গনগনি'কে 'বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন'ও বলে থাকেন। এর ভূপ্রকৃতি যেকোনও কারও ভাল লাগতে বাধ্য। সঙ্গে জঙ্গল যদি আপনার পছন্দের হয় তাহলে গনগনি এই শীতের জন্য বেস্ট ডেস্টিনেশন।

কিভাবে যাবেন?

ট্রেন— হাওড়া, শালিমার বা সাঁতরাগাছি থেকে ট্রেনে করে পৌঁছে যান গড়বেতায়। এই গড়বেতার কাছেই গনগনি।

বাস— বাসে করেও হাওড়া এবং ধর্মতলা থেকে গনগনি আসা যায়।

গাড়ি— ৬ নং জাতীয় সড়ক ধরে পাঁশকুড়া, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা হয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় গনগনিতে।

কোথায় থাকবেন?

আশেপাশে ১-২ দিন থাকার জন্য রিসর্ট আছে। গড়বেতায় সোনাঝুরি গেস্ট হাউজ এবং আপ্যায়ন লজের মতো অনেকগুলো ভাল লজ আছে।

এই তালিকা থেকে কখওনই বাদ দেওযা যাবে না বাঁকিপুটের নামও।

বাঁকিপুট

শহরের কোলাহল থেকে একটু নিভৃত অবসর খুঁজতে চাইলে চলে যেতে পারেন বাঁকিপুটে। মন্দারমনি-তাজপুরের ভিড় নেই এখানে, অথচ রয়েছে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! শীতকালে সমুদ্র সৈকতে একটা উইকেন্ড কাটানোর জন্য এর থেকে ভালো ডেস্টিনেশন বোধহয় কিছু হতেই পারে না কলকাতাবাসীর জন্য। শুধু সমুদ্র নয়, এখানে দেখার মতো রয়েছে এক শতাব্দীপ্রাচীন মন্দির, যার উল্লেখ রয়েছে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও।

কীভাবে যাবেন?

যদি বাসে যান, তা হলে যে-কোনও দিঘাগামী বাসে উঠে পড়ুন। এরপর কাঁথিতে নেমে সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করতে হবে বাঁকিপুটের জন্য। কাঁথি থেকে গাড়িতে প্রায় মিনিট ৪০ সময় লাগে বাঁকিপুটে পৌঁছতে। রিজার্ভ করা গাড়িতে গেলে খরচ মোটামুটি হাজার খানেক।

কোথায় থাকবেন?

বাঁকিপুটে খুব বেশি থাকার জায়গা নেই তবে ঝিনুক রেসিডেন্সিতে থাকতেই পারেন। এখানে খাওয়ার ব্যবস্থাও বেশ ভালই। আর রাতে থাকার জন্য ঘর ভাড়া বাবদ খরচ ১,৬০০ টাকা করে।

এই তালিকায় রাখতেই হবে চুপির চর-এর নাম।

চুপির চর

ব্যস্ত জীবনকে একটু পিছনে ফেলে এই শীতে কিছুটা সময় প্রিয়জনদের সাথে কাটানোর এক অনবদ্য জায়াগা হল এই চুপির চর। কলকাতা থেকে ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে, নদিয়া-বর্ধমান সীমান্তে রয়েছে পূর্বস্থলি বা চুপির চর যে নামেই ডাকুন। তবে এই চুপির চর কিন্তু বিখ্যাত পরিযায়ী পাখি দেখার জন্য। ফলে শান্ত জলে ছোট্ট নৌকায় হাতে বাইনোকুলার নিয়ে উপভোগ করতেই পারেন পরিযায়ী পাখিদের সব কার্যকলাপ। আর যাঁদের মাছ ধরার নেশা আছে তাঁরা ছিপ হাতে ছোট মাছও ধরতেই পারেন এই চুপির চরে বসে। চাইলে একটা বা দুটো দিন থেকেও যেতে পারেন। সে বন্দোবস্তও আছে এখানে।

কিভাবে যাবেন?

ট্রেনে— হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে কাটোয়া লোকাল ধরুন আর আপনি প্রায় আড়াই ঘন্টার মধ্যে পূর্বস্থলী স্টেশন। সেখান থেকে একটি টোটো ভাড়া করে সোজা পৌঁছে যান চুপির চর'-এ।

বাসে — কলকাতা থেকে নবদ্বীপ বা মায়াপুর যাওয়ার যে কোনও বাসেও যাওয়া যেতে পারে।

গাড়িতে— কলকাতা থেকে পূর্বস্থলী বা চুপির চরের দূরত্ব মাত্র ১২০ কিলোমিটার। ব্যারাকপুর এবং কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ঈশ্বর গুপ্ত সেতু পেরিয়ে চলে আসুন ত্রিবেণী। তারপর সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-কালনা-কাটোয়া রোড ধরে সমুদ্রগড় হয়ে চলে আসুন চুপির চর।

কোথায় থাকবেন?

বাঁকিপুট

পূর্বস্থলী ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে গেস্টহাউস, বাংলো রয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বন-জঙ্গলের শোভা আপনাকে মুগ্ধ করবে। এর শোভা দেখার মতো হয় শীতকালে। সঙ্গে উপরি পাওনা বলতে নদীর পাড়ে ১-২ দিনের জন্য ক্যাম্পিংয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। কাছেই রয়েছে মাছরাঙা দ্বীপ, কুলেশ্বরী মন্দির, জোড়া সাহিব মন্দির ও দুর্গাদালান। একদিন সময় নিয়ে এগুলো দেখে না এলে অনেক কিছু মিস করবেন এটা

গোলপাতা জঙ্গল

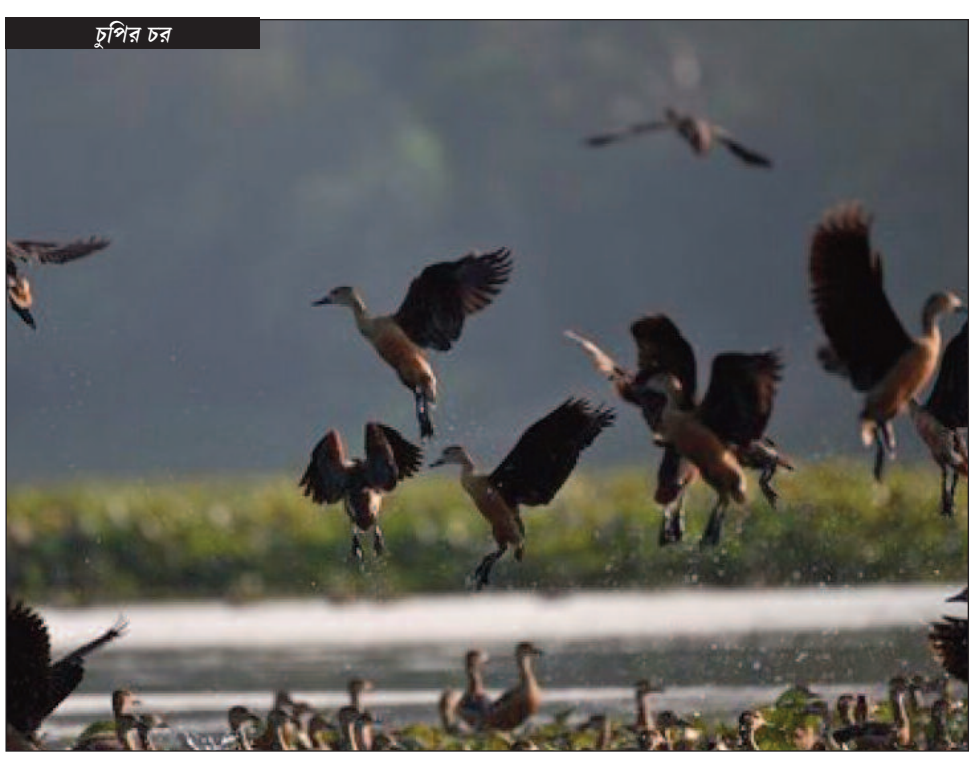
চুপির চর

তবে তা আগে থেকে বুক করে যাওয়াই শ্রেয়।

এরপরের ডেস্টিনেশন হিসেবে অবশ্যই থাকবে গোলপাতা জঙ্গল।

গোলপাতা জঙ্গল

গোলপাতার জঙ্গল, কথাটা শুনলেই সুন্দরবনের কথা সর্বপ্রথম মনে পড়ে। এটি সুন্দরবন থেকে অনেক দূরে নয়। তবে সুন্দরবন না পৌঁছেও সুন্দরবনের অনুভূতি পেতে পাবেন এখানে। কলকাতা থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে উত্তর ২৪ পরগনার টাকিতে ইছামতী নদী বরাবর বলতেই পারি।

কিভাবে যাবেন?

শিয়ালদাহ থেকে লোকাল ট্রেনে করে টাকি রোড স্টেশন। সেখান থেকে অটো অথবা রিক্সা।

কোথায় থাকবেন?

টাকি ইছামতির তীরে অজস্র ভালো সরকারি ও বেসরকারি হোটেল ও লজ আছে।

সুতরাং আর দেরি নয়। উইক এন্ডে ঝটপট জামাকাপড় গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ুন পছন্দের ডেস্টিনেশনে।